কেড্‌স ও স্যাণ্ডাল

কেড্‌স ও স্যাণ্ডাল

শ্রীসজনীকান্ত দাস



রঞ্জন পাব্‌লিশিং হাউস
২৫।২ মোহনবাগান রো
কলিকাতা

ভাদ্র ১৩৪৭

মূল্য দুই টাকা

[illegible]

শনিরঞ্জন প্রেস
২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা হইতে
শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

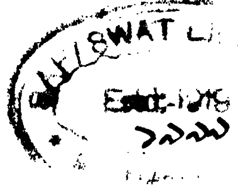
শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

আতাতুর্কেষু

প্রত্ন-সায়রে ডুব দিয়ে তুমি তুলিছ রত্নরাজি,
গবেষণা করি কিনিছ সুনাম সু-"দুষ্প্রাপ্য" অতি,
বিংশ শতকে তুমি পলাতক উনবিংশের কাজি,
রসের ছিলিম সাজিয়া তোমারে সভয়ে জানাই নতি।
জানি ও কঠিন আবরণ-তলে ঝলকে তরল প্রাণ,
বাহিরে ধ্রুপদ, ভিতরে ঠুংরি গুমরি গুমরি উঠে,
সেই ভরসায় দিতেছি তোমারে 'কেড্‌স-স্যাণ্ডাল'খান
জানি সমাদরে স্থান পাবে তব উদার বক্ষপুটে।

সূচী

ছবিগুলি শ্রীচৈতন্যদেব চট্টোপাধ্যায়ের আঁকা।



একটি গল্প

ঘাটে তরীর বাঁধন আমি খুলিয়াছিলাম,
আমি একেলা চেয়েছি যেতে ওপার পানে,
তুমি সহসা এলে—
যেন ছায়ার মায়া।
মোর ধূসর দিবস ধীরে হইল কালো,
আমি ওপার ভুলিয়া থাকি এপারে ব'সে ॥

ঠিক বাঁকের মুখে তুমি দাঁড়িয়ে ছিলে,
মোর হ'ল না ঠাহর তুমি তুমিই কি না ;
কেন খানিক চেয়ে
মুখ করলে নীচু,
কালো নয়ন মেলে কেন চাইলে নাকো,
কেন কাঁখের কলসীটিরে নামালে ভুঁয়ে ॥

ধীরে আঁধার নামে দূর বনের শিরে,
খাড়া তাল নারিকেল স্বজে স্বপ্ন যেন,
মোরা দুজন শুধু
থাকি বিজন ঘাটে,
জাগে সহসা জোয়ার রাঙা নদীর জলে,
বাঁকা চাঁদ উঁকি দেয় দূর তালের বনে ॥

যেন মহাজনী পদ—তার চরণ দুটি
কোন্ রাখাল-ছেলে গায় বাঁশীর মুখে—
সুর বেড়ায় ভেসে
নদী- জলের ঢেউয়ে,
তীরে পূরবীয়া বায়ু ধীরে হয় মন্থর,
তুমি চকিতে চাহিলে কোথা ননদী তব ॥

যেন কণ্ঠের হারখানি ফেলিলে টুটি,
গেল ছড়িয়ে মাটিতে ভিজা মুক্তাবলী,
কারা কুড়ায় মণি,
তুমি তাহার ফাঁকে
এসে ত্রস্তে কাছে মোরে পরশ কর—
বাঁকা চাঁদ ডুবে যায় দূর তালের বনে ॥

হায় কোথায় তুমি, আমি কবিতা লিখি,
পাশে চণ্ডীদাসের পদ রয়েছে খোলা—
মোহ ঘনায় মনে,
ব'সে তোমারে ভাবি—
কালো মেঘের ছায়ায় কালো যমুনার নীর,
নামে দু কূল আঁধার করি বৃষ্টিধারা ॥

* * *

টবে স্নান শেষ করি বুঝি ড্রইং-রুমে
তুমি একেলা বসিয়া আছ সিক্ত চুলে,
বসি পিয়ানো-টুলে
চাবি যেতেছ ছুঁয়ে—
সুরে মুক্তার মালা যেন মেঝেয় পড়ে,
কাঁপে ছোট ঠোঁট দুটি কোন্ গানের সুরে ॥



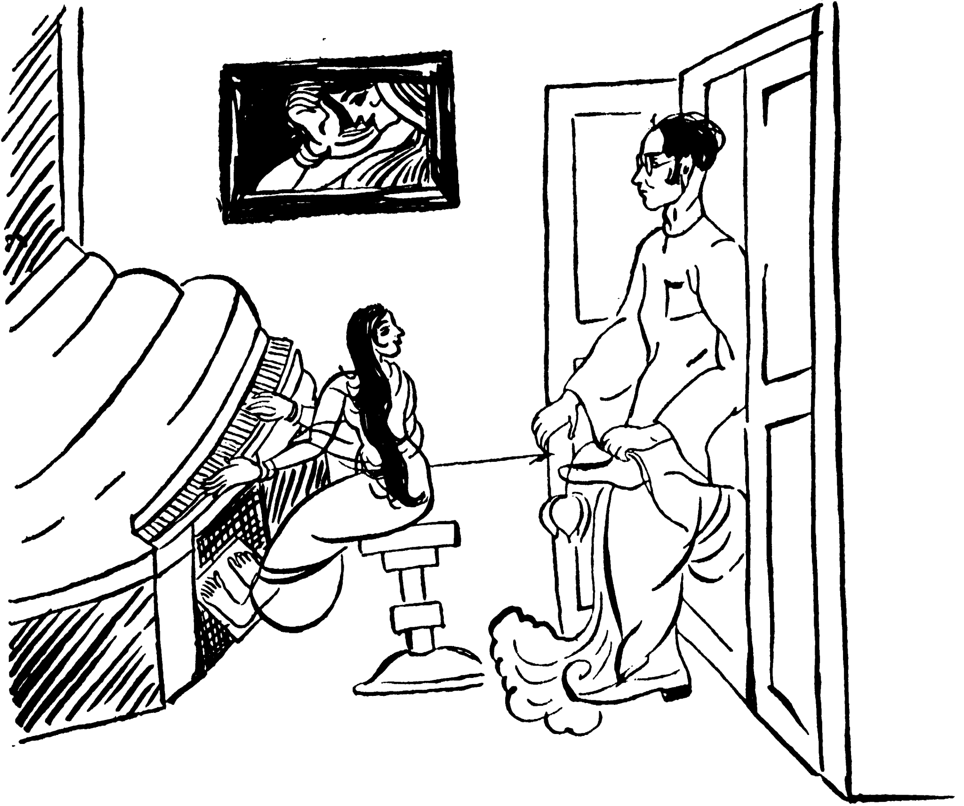
ওই সদর-দুয়ারে কে যে আঘাত করে,
তুমি চমকি উঠিয়া দাও দরজা খুলে,
এল মাণিক-দাদা
যার চোখের নীচে—
কালো ভোমরা যেন কালো জড়ুল-রেখা—
পোস্ট- গ্র্যাজুয়েট পড়ে, তবু কবিতা লেখে ॥

ধরা ছোঁয় কি না ছোঁয় তার চরণ দুটি,
পায়ে লপেটা ভাবের ঘোরে গড়িয়ে চলে,
কোঁচা লুটায় ভুঁয়ে,
কাছা এলিয়ে পড়ে,
কালো জুল্‌পি গালেতে যেন ছোবল মারে,
চোখে স্বপ্ন সৃজন করে শিমা-জোড়া ॥

*

বাম হাতে তার ডাঁটা-ধরা পদ্ম দুটি—
তুমি আনমনে এলোচুলে বাঁধলে খোঁপা,
কত লীলার ভরে
গুঁজে খোপায় নিলে—
ছুঁল পদ্ম-মৃণাল যেন মৃণাল-ভুজে,
আধ সরমে মুকুরে দেখ মু'খানি তব ॥

ব'সে পাশাপাশি চলে কত মৃদু গুঞ্জন,
শুনে পাশের ঘরে মা যে বলেন ডেকে,
কে রে মাণিক বুঝি,
এত দেরি বা কেন—
খুকী, শুধো তো ওরে খাবে চা কি এক কাপ ?
যদি খিদে পেয়ে থাকে দুটো ডিম ভেজে দিই



শুনে মায়ের কথা ওঠ তুজনে হেসে,
জোরে হাসতে খোঁপার চুল মুখেতে পড়ে।
ওঠে মাণিক-দাদা,
আল- গোছেতে যেন
ওড়া চুলগুলি মুখ হতে সরিয়ে দিলে,
তুমি লজ্জায় তারে এক মারিলে ঠেলা॥

যেন শাস্তি দিতে এই দস্যিপনার
হাত চাপিয়া ধরে তব মাণিক-দাদা।
—খুকী, শোন্ এদিকে,—
ঠিক 'গোলে'র মুখে

ঢাকা কায়েতটুলি ;
ওঠে উলুধ্বনি,
তুমি গুমরে কাঁদ এই ভবানীপুরে,
বউ সঙ্গে ক'রে এল মাণিক-দাদা ॥

তুমি মায়ের সাথে বউ দেখতে গেলে,
বউ ধরলে তোমার হাত মুচকি হেসে,
মুখ কানের কাছে
এনে বললে মৃদু,
সব শুনেছি মজার কথা 'উনির' কাছে।
মনে বললে তুমি, দ্বিধা হও ধরণী ॥



আসে আবার সেজে সাদা মাণিক-দাদা
চায় লোলুপ হাতে তব কপোল ছুঁতে।
যার মাহিনা বাঁধা,
সেও উপরি-কাঙাল।

একটি গল্প

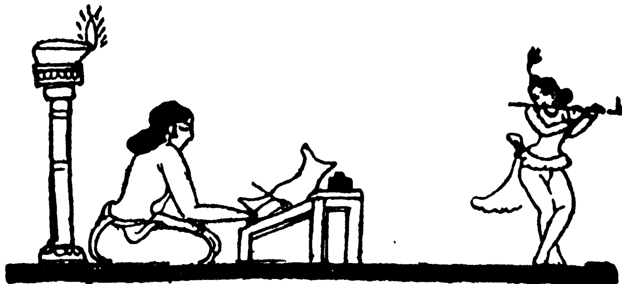
তুমি ঘৃণায় বললে, আর এস না হেথা।
গেল বোকার মতন হেসে মাণিক-দাদা ॥

তবু মাণিক-দাদা—তারে প্রণাম করি
তুমি বললে মাকে বিয়ে করবে নাকো,
লেক রোডের স্কুলে
নিলে চাকরি শেষে,
মোর চাকরি সেদিন হতে হয়েছে সুরু—
পথ তৈরি হ'ল ভাঙা ফাটল দিয়ে ॥

* * *

শোন প্রেয়সী শোন, আজ রাত্রিবেলা
দূরে বিজন পথে কে যে গান গেয়ে যায়—
তুমি শুনতে কি পাও ?
আমি রাত্রি জেগে
হেথা কবিতা লিখে একা পড়ছি ব'সে,
মোর সঙ্গী চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি ॥

কবে যমুনার কূলে কোন্ কিশোর কবি
গেল বাঁশীর সুরে তার কবিতা লিখে,
যুগ যুগান্তরে
মুছে যায় নি সে তো,
তার বাঁশীর ভাষা লেখা সকল প্রাণে—
চোখে ঘুম আসে যে, প্রিয়ে, ঘুমিয়ে পড় ॥



প্রার্থনা

হেই ভগবান, চাকরি জুটিয়ে দাও,
দশটা পাঁচটা আপিস করুক ওরা,
তুপুরে যেন না পা তুটি ছড়িয়ে ব'সে
ফুলকো-কাঁটা ও খাড়া-ডাঁটা সুখে চোষে,
চোষে ও চিবায় আর তার ফাঁকে ফাঁকে
আমাদের মাথা ছেঁচিতে শানায় নোড়া।
ভয়ানক জাত, যে ঘোড়া বেড়ায় চ'ড়ে
প্রত্যহ চায় তারেই করিতে খোঁড়া।

হেই ভগবান, চাকরি জুটিয়ে দাও,
তুপুরে আরামে অনেক ঘুমুল ওরা,
মোরা ঘরে ফিরি সারাদিন খেটেখুটে,
ঘুম আসে চোখে—কিসে তাহা যাবে ছুটে
সারারাত ধ'রে তারি কসরৎ করে,
তুনিয়ায় নাই খুনে উহাদের জোড়া;
চাকুরি জুটিয়ে কেউটেকে, ভগবান,
আপিস পাঠিয়ে ক'রে দাও তুমি ঢোঁড়া।

হেই ভগবান, উহাদেরও দাড়ি-গোঁফ
গজাইয়া দাও—বুক ভ'রে দাও লোমে,
ভিতরে যাদের খোঁচা খোঁচা কড়া দাড়ি,
বাহিরে তারাই থাকে মোলায়েম ভারী;

আর কতকাল চলিবে এ জুয়াচুরি,
দাড়ি-সলিতায় পোড়াও শক্ত মোমে ;
বার্লিনে তব অবতার হিট্‌লার
আর মুসোলিনি সার বুঝিয়াছে রোমে ।

হেই ভগবান, কাছা কোঁচা গুঁজে দাও,
ধূলায় লুটিয়ে নেতিয়ে আসুক ক্রমে,
ছুটাছুটি করি দুবেলা ট্রামে ও বাসে
বাপ বাপ বলি মূর্চ্ছা পলাবে ত্রাসে,
সব অস্ত্রের সেরা ডিস্‌পেপ্‌সিয়া
সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে একদম যাবে ক'মে ;
থলি হাতে রোজ বাজার করিতে হ'লে
রাজার ছাতিও তিন দিনে যাবে দ'মে ।

হেই ভগবান, হেঁসেলের আশ্রয়ে
বাঘের মাসীরে পালন ক'র না আর ।
তাড়া খেয়ে খেয়ে হুলোরা হল্লা করে,
সুখে মেনীদের রেখো না শয়ন-ঘরে—
দোহাই তোমার, বাহিরে ছাড়িয়া দাও,
বুঝুক তাহারা কাকে বলে সংসার,
গহনা-কাপড়ে স্বার্থপরের দল
ডিঙিয়ে মোদের হইতেছে খেয়া পার ।

হেই ভগবান, তুমি তো ভুক্তভোগী,
নারদের মুখে শুনিয়াছি সমাচার,
'বিট্রে' করেছ স্বজাতিরে বহুদিন,
থাক কিছুকাল না হয় লক্ষ্মীহীন ।

দয়াময় প্রভু, ছাড় ঝুটা ‘প্রেস্টিজ’,
বয়স তো হ’ল, আর কেন ফেলা চার !
সত্য ত্রেতা ও দ্বাপরে করেছ লীলা,
কলিতে একটু দেখাও ন্যায়-বিচার।

হেই ভগবান, শিন্নি মানছি মোরা—
কুচক্রীদের ঘুচাও গিন্নীপনা,
ভুলিয়ে মোদেরে খাওয়াইয়া গাদা গাদা,
বাড়াইয়া ভুঁড়ি করিয়া দিতেছে হাঁদা—
বাধা দিতে গেলে কেঁদে ও দিব্যি দিয়ে
ডবল গিলিলে তবে মানে সান্ত্বনা ;
হাতীর সামনে আরশি ধরিয়া ওরা
বলে, পাঁজরের হাড় যে যেতেছে গনা।

হেই ভগবান, গিয়েছি বরাহ ব’নে
তবু জিব নিয়ে বকবক করে খনা,
বহু লাঞ্ছনা সয়েছি দীর্ঘ দিন,
ফোঁস করিলেই স্থুরু করে ‘ম্যাড সিন’—
মোরা কাপুরুষ, কেলেঙ্কারির ভয়ে
ঘুষ দিয়ে দিয়ে করি দেবী-বন্দনা,
হে প্রভু, ওদের এদিকে অন্ধ রেখো,
পড়িয়া না ফেলে মোর এই প্রার্থনা।

চলতি ছন্দ

বেহালার মঞ্জুলিকা রায়,
চপলা নন্দীর কাছে শিখীনৃত্য শিখিয়াছে,
নাচিয়াছে বহু জলসায় ;
নজ্রুলী গজল-সুরে দিলীপী আখর জুড়ে
অতি-আধুনিক গান গায়।
কলেজে তাহার নামে ছড়া লেখা থামে থামে,
সম্বোধন পাখায় পাখায় ;
বেহালার মঞ্জুলিকা রায়।

দাদখানি চাল ফুটছে হাঁড়িটায়,
স্বপন দেখে কাটে চাঁদনি রাত—
দিনের দিন দিন যে চ'লে যায়,
আমানি হয় 'উবু-গরম' ভাত।
এদিক ওদিক পাড়ায় যারা থাকে
তারাই তুদিন বাড়িয়েছিল হাত,
বয়স এবং বুদ্ধি যতই পাকে,
আমানি হয় 'উবু-গরম' ভাত।

অর্থাৎ মঞ্জু করে নাকো চুলবুল,
যায় নাকো কলেজে পিঠে ফেলে এলোচুল,
পিছনে চাহে না নিজে কি জানি হইল কি যে,
তোলে না চমক রোজ পাল্টে কানের তুল।
পড়া শেষ ক'রে বসে মার কাছে নিয়ে পান,
সন্ধ্যায় ছাতে উঠে গায় না টুকরা গান,
সিনেমা-জলসা-'হবি' মঞ্জু ছেড়েছে সবি—
পাষাণ-তটের বুকে ঢেউ ভেঙে খান খান।



রামজয় বোস টিকে গেল শেষতক।
কাজ হ'ল তার দুবেলা হাজিরা দেওয়া ;
শোনে না মঞ্জু, তবু করে বকবক,
মনে মনে ভাবে—সবুরে ফলিবে মেওয়া।
মঞ্জু-জননী রামেরে বাসেন ভাল,
দেখিতে শুনিতে বলিতে ছেলেটি বেশ—
বনেদীও বটে, খুব উঁচু নয় চালও,
পৈতৃক ধন আছে কিছু অবশেষ।

রামজয় খুশি রয়
 শুধু সান্নিধ্যে ;
মঞ্জুর মন জুড়ে
 একচুল ছিদ্র
নাই থাক, খোঁজে ফাঁক—
 হায় প্রেম-বিদ্ধ !
জ্ঞানহীন চিরদিন
 চায় যে নিষিদ্ধে।

এমন সময়ে দক্ষিণে পূবে নামিল ভীষণ বান,
 পূজার মুখেতে জলে ডুবে গেল দেশ,
উঠে চৌদিকে 'গেল গেল রাখ' আর্ত্তের আহ্বান—
 এ মহাপ্রলয়ে বুঝি সৃষ্টির শেষ।
নদীয়া যশোর হ'ল যায় যায়, তলাইল রাজশাহী,
 মুর্শিদাবাদে আবাদ পচিল জলে—
রিলিফ ছুটিল লাঞ্চ ও নৌকা ডোঙা ও গামলা বাহি,
 রিলিফ-জলসা জ'মে গেল 'হলে হলে'।

পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট শঙ্কর ঘোষ করে সঙ্কট-ত্রাণ,
পশ্চাতে তার বড় বড় চাঁই নিজেরাই আগুয়ান ;
 ধুতি কম্বলে ভ'রে গেল দিক,
 চাঁদা কত এল নাই তার ঠিক,
ক্যাম্প ফেলা হ'ল ঈশ্বরদিতে বিশ পঞ্চাশ খান—
 চরকির মত ঘোরে শঙ্কর,
 নাহি আত্মীয় নাই তার পর,
কভু বা শহরে, কভু নৌকায় দাঁড় ধ'রে মারে টান।

খদ্দর গায়ে দরদর ঘেমে বেহালা ডিপোর কাছটায় নেমে
নম্বর খুঁজে দুই বার থেমে এল শঙ্কর ঘোষ—
টি. এন. রায়ের বৈঠখানায় রায় সাহেবেরে সেলাম জানায়,
এসেছে না মানি কাহারও মানায়—এই তার সন্তোষ।
বলে, সার্‌, এক ভিক্ষা যে আছে, ফ্লাড-রিলিফের গানে আর নাচে
মঞ্জু দেবীর ডাক পড়িয়াছে, দিতে হবে অনুমতি।
থতমত খেয়ে শ্রীতপন রায় ডাকেন, মঞ্জু, এই দিকে আয়।
শঙ্কর ঘোষ? মঞ্জু তাকায়।—শঙ্কর-পার্ব্বতী!

নিউ এম্পায়ারে মোটরে ও টায়ারে
করছে যে গিজ গিজ লোক ঢোকা ভার,—
যেন হুতাশন-শিখা শ্রীমতী মঞ্জুলিকা,
দেয়ালে শহর জুড়ে ছবির বাহার!
হয়েছে 'হাউস ফুল', তোড়া তোড়া আসে ফুল,
বাণী কহিলেন সেথা অনেক নেতায়,
হঠাৎ নিবিতে আলো মঞ্চে নামিল কালো
মঞ্জুর ছায়া নাচে সাদা পর্দ্দায়।

নাচিছে মঞ্জুলিকা,
দোলে দিগন্তে থইথই জল,
নাচে তরঙ্গে চরণ-কমল—
তিমির ভেদিয়া ফুটিছে যেন রে
নব-অরুণের লিখা।
মূর্চ্ছাভঙ্গে জাগে ধরাতল,
দেখিল শূন্যে জ্বলে প্রোজ্জ্বল
আদিম বহ্নিশিখা।



ব্রহ্মচারী শঙ্করের চিত্তে বুঝি তপোভঙ্গ হয়—
ঋষি শুকদেবে স্মরি মনসিজে করিল সে জয় ;
কহিল, এ সব মায়া, দুষ্ট মার পাতে মোহ-জাল,
জলমগ্ন বঙ্গদেশ, জলে ভাসে শুধু গৃহ-চাল,
মরিছে মানুষ-গরু, তাহাদের বাঁচাইতে হবে।
'বন্দে মাতরম্'-মন্ত্র উচ্চারিয়া অর্দ্ধস্ফুট রবে
হুঙ্কারিয়া পড়ি স্টেজে আরম্ভিল ওজস্বী বক্তৃতা—
সরিয়া দাঁড়াল পাশে মঞ্জুলিকা লজ্জাভয়ভীতা।

টাকা তুলে সব ভুলে চুলবুলে শঙ্কর
নদীয়ায় চ'লে যায় নাহি চায় পশ্চাৎ ;
মঞ্জুর মন দূর বন্ধুর সঙ্গে
কলকল ছলছল ঘোলা জল যত্র।

ঘরে খিল দিয়ে মিল-কিলবিল-কাব্য
লিখে যায়। দেখে মায় কর্ত্তায় বললেন,
মেয়েটার গতি—আর কবে পার করবে ?
শঙ্কর কঙ্কর—মন পর মঞ্জুর।

খুলব কি খুলব না— ভাবনায় উন্মনা
শঙ্কর ছেঁড়ে খাম শেষটায়,
মনের আগুন কার ছোঁয় অঙ্গুলি তার—
সামলায় প্রাণপণ চেষ্টায়।
—তুমি দিতে পার জানি জীবনের সবখানি,
নিতে পারি নাহি মোর সাধ্য ;
এল দুর্দ্দিন ঘোর, মাতা নিপীড়িতা মোর,
এ জীবনে তিনিই আরাধ্য।

—মাতা তব মা নয় আমার ?
বাতায়নে মঞ্জুলিকা, দিগন্তে আকাশ-গায়ে আলোর বিথার
শ্বেত শুভ্র খণ্ড মেঘ বায়ুভরে ভেসে ভেসে যায়,
মেঘ নামে আঁখির পাতায়।
—তুমি জান, আমি তাঁরে সেবিতে জানি না ?
মিথ্যা তব এই অহঙ্কার,
আমিও সন্তান তাঁর, বুদ্ধিহীন, হই দীনাহীনা—
আমারে ঠেলিয়া দূরে চলিবে কি মায়ের সংসার ?

এমনি ক'রে চলল দিন,
পেরিয়ে গেল বছর তিন,
বাংলা হ'ল শঙ্কাহীন।

শঙ্কর



কর্ত্তা সেবক-সমিতির,
উচ্চে তোলে উচ্চ শির ;
বাংলা দেশে নূতন পীর
শঙ্কর।

রামজয় বোস আজো ছাড়ে নাই হাল,
আজ সে বিফল, জানে হতে পারে কাল।
জননী না জানে আজো মঞ্জুর মন,
রামেরে ভাবেন ভাবী জামাতা-রতন,
আশকারা পেয়ে পেয়ে রামজয় বোস,
দিন রাত আসে আর করে উঠ-বোস।
হাসিয়া মঞ্জু বলে, রামজয় দাদা,
মাটি হ'লে এতদিন হতে তুমি কাদা।

'দাদা' ডাকে রামজয় গলল,
বলল, তাহাই হোক ভগ্নী,
লগ্নী এ কারবার করলাম—
মরলাম শেষটায় পস্তি ;
স্বস্তি মিলল বোন, অদ্য—
গদ্য-জীবনে চেয়ে কাব্য
ভাবব না আর আমি মিথ্যে,
চিত্তে পাইতে চাই শান্তি।

রাম-মঞ্জুর বোঝাপড়া গেল মায়ের কানে,
হন্তদন্ত ছুটিলেন তিনি সদর পানে—
হিসাব-খাতায় ডুবিয়া ছিলেন টি. এন. রায়,
গৃহিণীরে দেখি বলিলেন, এ কি—কিসের দায় ?

রেগে রায়-জায়া বলেন, ছি ছি ছি, নাই কি চোখ!
ছিনু যে আশায়, ছাই প'ল তায়, পাড়ার লোক
বলছে যা খুশি, দোহাই তোমার, ফিরিয়া চাও,
যেমন করিয়া পার মেয়েটার বিবাহ দাও।

মঞ্জু ও রামজয়ে চলে পরামর্শ,
রামজয় শুনে কয়, হর হর শঙ্কর,
নাইকো পরোয়া কোন এ ভারতবর্ষে—
টানিয়া হাজির তারে করিবই আলবৎ—
তুমি শুধু চুপচাপ থাকবে।
বিয়ের কথায় বোন, রাজি হও অদ্য,
জীবনে গদ্য আগে, তারপর পদ্য—
রামজয় ম্লান হাসি হাসলে।

কি যে হ'ল ব্যাপারখানা গেলই নাকো বোঝা,
যেথায় যত পাত্র ছিল আসতে থাকে সোজা।
তপন-কুটীর বেহালার হঠাৎ অবারিত-দ্বার—
পাত্র—সঙ্গে ইয়ার-বন্ধু কিম্বা অভিভাবক—
পাত্রী আসে সেজে-গুজে লিপ্‌স্টিক আর পমেড-রুজে ;
পাত্রেরা সব ভূতে-পাওয়া, পাত্রী যেন রোজা—
হাত-পা নেড়ে নেচে গেয়ে জমায় আসর বিয়ের মেয়ে,
সিংহীভয়ে পলায় শেষে যতেক মেষ-শাবক।

মঞ্জুর বিয়ে আর হয় না।
জননীর প্রাণে আর সয় না,
করছেন নিত্যই টিকটিক।

কর্ত্তা বলেন, ক'রে চেষ্টা
তোলপাড় করি সারা দেশটা,
একটা তবুও যদি হয় ঠিক !
রামজয় আসছে ও যাচ্ছে,
চা ও পাঁপরভাজা খাচ্ছে।

শঙ্কর হ'ল সেবক-সঙ্ঘে সেক্রেটারি,
ব্রহ্মচারী।
খাতির তাহার ছড়াইয়া পড়ে দিগ্বিদিকে ;
তবুও ফিকে
মাঝে মাঝে ঠেকে, মনে হয় মিছা বিজয়-টীকা,
মঞ্জুলিকা—
কবে যে কোথায় হয়েছিল দেখা সাগর-কূলে,
গিয়েছে ভুলে।

মাঝে মাঝে মনে পড়ে স্বপ্নে দেখা স্বর্ণময় দিন—
সমুদ্র-মন্থন,
লক্ষ্মী দিয়েছিল দেখা—অন্ধকারে বর্ণরূপহীন
চকিত স্পন্দন ;
যুগান্তের তন্দ্রাচ্ছন্ন জড়তায় ছিন্নভিন্ন করি
সভয়ে শিহরি
জেগেছিল চরাচর, তারপর হলাহল-জ্বালা,
শঙ্করের পালা।

মঞ্জু কেঁদে মাকে বলে, আমি কি মা এতই হলাম বোঝা !
দেখছি মা গো, তোমাদের যে, কদিন থেকে ঘুম নেইকো মোটে।
অপমান তো অনেক হ'ল, থামাও মা গো, যোগ্য পাত্র খোঁজা,
পায় না যারা কুমার-বরে, ভাগ্যে তাদের দোজবরে তো জোটে।

বাবায় ব'লে দৈনিকেতে একবার মা, দেওয়াও বিজ্ঞাপন—
"দোজবরেকে করবে বিয়ে অমুক পাত্রী এই করেছে পণ।"
খবর যদি ছড়ায়, দেখো, বিয়ে-পাগল আধমরাদের দেশ—
নাচতে জানি, গাইতে জানি, রাণীর হালে থাকব সুখে বেশ।

কি যে তুই বলিস খুকী, এতই কি তোর বয়স হ'ল ?
বসুবাড়ির ঐ তো রমা, বয়স কুড়ি এবং ষোলো।
রামজয় তো ভালই ছিল, তুই তো বেঁকে দাঁড়ালি মা—।
বলতে বলতে শ্রীরাম হাজির, এই যে দেখুন, খাসা কিমা
এনেছি আজ, মঞ্জু যেন চপ গোটাকয় রাখে ভেজে,
উতোরপাড়ার গোধনবাবুর মেজো ছেলে আসবে সে যে।
দেখতে শুনতে পাত্রটি বেশ, ছোকরা খাসা 'কমিক' করে।
দোজবরে তো ?—ব'লেই মঞ্জু মুচকে হেসে ঢুকল ঘরে।

শোন বাবা রামজয়, কি যে ছাই মেয়ে কয়—
দোজবরে যদি হয়, তবে বিয়ে করবে ;
সায়েবে বলব কি যে! মঞ্জু বলুক নিজে,
ভয়ে আমি ভিজে-ভিজে— এ মেয়ে কি তরবে ?
পোড়া এই দেশটায় না জানি কি আরো চায়!
রামজয় ভাবে হায়, জানে শুধু শঙ্কর,
চোখে তার আসে জল হেসে বলে খলখল—
দুদিনের এ ধকল নয়কো ভয়ঙ্কর।

দাঁড়ায়ে মায়ের পিছু মাথাটি করিয়া নীচু
ধীরে অতি ধীরে ধীরে মঞ্জুলিকা কয়,
কুমার বিবাহ করি জীয়ন্তে রয়েছে মরি
মণিদিদি, জান তো সে কি যন্ত্রণা সয়!
আর দেখ পুঁটুমাসী—মুখ সদা হাসি-হাসি,

গহনা কাপড়ে নাহি চেনা যায় তারে ;
কোনো সুখ নাই বাকি, দোজবরে বর, তা কি—
তুমি তো মা, জান মোরা কি চাই সংসারে।

লজ্জা হ'ল মায়ের, এবং টি. এন. রায় অবাক,
সে সব কথা থাক—
বিজ্ঞাপন তো বাহির হ'ল সকল দৈনিকে।
দিকে দিকে দিকে
চুলবুলিয়ে উঠল ফোকলা-মাড়ি এবং টাক।
ভারী ভারী ডাক
খোলেন শ্রীরাম এবং রাখেন লিষ্টি ক'রে লিখে,
ভুল হয় না ঠিকে।

বললেন রামজয়, ভয় নাই মঞ্জু,
কঞ্জুস তিনু ঘোষে দিতে হবে কিঞ্চিৎ।
তিন চিতে বাজি মাত করবই আলবৎ,
ফালবৎ বাহিরিব ছুঁচে ঢুকি অগ্রে—
সজ্জের শঙ্করে হাত করি পশ্চাৎ
দশ হাত নাকখত দেওয়াইব বৎসে।
মৎস্যে ও দুধুভাতে সুখে থেকো মঞ্জু,
কঞ্জুস তিনু ঘোষে দিতে হবে কিঞ্চিৎ।

শুভ বিবাহের রাত্রি,
সঙ্গে লয়ে বরযাত্রী
আসিলেন বেহালায়
মা করেন, হায় হায়,
রামজয়-অনুরোধে
নিতান্ত কর্ত্তব্য-বোধে,

সাজিয়া-গুজিয়া তিনু ঘোষ
গায়ে দিয়ে নয়া বালাপোষ
মাঝরাতে তপন-কুটীরে,
বুক ভাসে নয়নের নীরে।
শঙ্কর সে আসিয়াছে নিজে
আঁখিপাতা তবু ভিজে-ভিজে।

মৃত্যুপথযাত্রী বর খুকখুক কাসে অবিরাম,
ধুঁকিতেছে ভয়ঙ্কর, মঞ্জুর কি এই পরিণাম ?

পিঁড়েয় বসে ভির্মি লেগে পড়ল ঘুরে বর,
কেউ হাঁকিল—আন্ খাটিয়া, কেউ—নে পাখা কর।
বরকর্ত্তা বলেন কেঁদে, এমন অবস্থায়
হাসপাতালে দেওয়াই ভাল, নইলে বাঁচা দায়।
অ্যাম্বুলেন্সে খবর কে যে দিলেন টেলিফোনে,
এমন সময় আলুথালু স্বয়ং বিয়ের কনে
বললে কেঁদে, সবুর করুন, বিয়েটা হোক শেষ,
নইলে যাবে জাত আমাদের, দেশটা বাংলা দেশ।

ঘর্ম্মে ভিজিয়া গেছে পাঞ্জাবি খদ্দর,
শঙ্কর কলকল ঘামছে—
আর্ত্ত এ ক্রন্দন অসহায় বধ্যর
শিরে যার গিলটিন নামছে।
শঙ্কর ওঠে এক লম্ফে,
শঙ্কর খুলে ফেলে খদ্দর,
মঞ্জুর কাছে গিয়ে বলে, তুমি দাও প্রিয়ে
দুর্জ্জনেরে কামড়ে ও খামচে।

শঙ্কর পরিলেন বরবেশ,
সার্থক তপস্যা গৌরীর।
রামজয় গেলে খালি দরবেশ,
তিনু ঘোষ শরবত মৌরির।

শ্রীতিনুর অভিনয় সুন্দর,
ছেড়ে দেয় কিঞ্চিৎ প্রাপ্য ;
রাম যায় বোম্বাই বন্দর—
এইবার গল্প সমাপ্য।

ক্ষমা কর দিবসের সূর্য্য,
ক্ষমা কর নিশীথের চন্দ্র ;
বাজে মহামিলনের তূর্য্য,
সঙ্গীত স্বরে মেঘমন্দ্র।
ত্রিভুবন আজ উৎফুল্ল,
এক হ'ল দুই উদ্‌ভ্রান্তে,
ভঙ্গুর জীবনের মূল্য
একলাটি কে পেরেছে জানতে ?

নজির

তাই তো মশাই তাই তো,
সংসার-ধর্ম্ম করতে গেলেই স্ত্রীলোক একটা চাই তো।
কিন্তু স্ত্রীলোক সম্পর্কে কন লারস্‌ফুকো মুন্‌শী,
"কোমর থাকলেই থাকতে হবে কোমর-জোড়া ঘুনসি?"
তাঁরই কথায় ভাটিয়ে দিলাম রঙিন বয়সটাই তো।
তাই তো মশাই তাই তো,
শালা ব'লে ডাকব এমন পাত্র একটা চাই তো।

তাইতে মশাই তাইতে,
কোমর বেঁধে লেগে গেলাম পত্নী একটা পাইতে।
কিন্তু তাঁরে হতেই হবে সুলক্ষণাক্রান্ত,
বাৎস্যায়ন যা বলেন—তিনি কক্ষনো নন ভ্রান্ত।
পত্নী খুঁজতে গেলাম কাজেই গঙ্গার ঘাটে নাইতে,
তাইতে মশাই তাইতে।
পশ্চাতে মোর লাগল দালাল এদিক ওদিক চাইতে।

দালাল কাছে আসতে
কাজের কথা দিলাম ব'লে কানে কানেই আস্তে।
কুট্টিনী সম্পর্কে বলেন শ্রীদামোদর গুপ্ত,
সে কথা আজ বললে মশাই, সবাই হবেন চুপ তো?
পুরুতবেশে তাঁরাই ঘোরেন হস্তে নিয়ে কাস্তে,
আমার কাছে আসতে
দিলাম ব'লে, তৈরি নহি ফাঁসাতে ও ফাঁসতে।

সে এক বিষম কাণ্ড,
মূল নেই তার, নেইকো আগা, যেন রে ব্রহ্মাণ্ড!

কিন্তু ঋষি বার্গসঁ বলেন, যা বলেন তা থাকগে,
বেঁচে থাকলে মেয়েমানুষ অনেক জুটবে ভাগ্যে।
দালালটা প্রায় ঘাটের হাটে ভাঙতে চাহে ভাণ্ড,
সে এক বিষম কাণ্ড!

সেখান থেকে লম্বা—
ঘুরে বেড়াই হোটেল কাফেয়, জুটল অষ্টরম্ভা।
সবাই জানেন এই বিষয়ে হের-হিট্‌লার-বাক্য;
ইতালিতে মুসোলিনি তারই দিচ্ছেন সাক্ষ্য।
যে ক'রেই হোক পেতেই হবে ভাবী পুত্রের অম্বা,
হোক না বেঁটে লম্বা।

উচিত কার্য্য যার যা,
বিজ্ঞাপনে ছাপিয়ে দিলাম চাই যে একটি ভার্য্যা।
এ সম্বন্ধে ব'লে গেছেন আইন্‌স্টাইন অঙ্কে,
ভাবতে গেলে আপাদমস্তক ডুবতে হবে পঙ্কে।
তার চাইতে সহজ জানা শুভঙ্করীর আর্য্যা।
উচিত কার্য্য যার যা।

অনেক দরখাস্ত,
অনেক ফোটো আধাআধি, অনেক ফোটো আস্ত।
যে সব কথা বলেন ফ্রয়েড ফ্রয়েডীয়ান তত্ত্বে,
জেনেও তাহা মরতে মানুষ বিয়ে করছে মর্ত্যে।
জেনে শুনেই এগিয়ে গেলাম, খাই না আমি ঘাস তো।
সকল দরখাস্ত।

হেমাঙ্গিনী মিত্র,
গাইতে পারেন, নাচতে পারেন উদিপুরী* নৃত্য।
ধ্রুপদ গানের সম্পর্কে কন পণ্ডিত ভাতখণ্ডে—
পত্র একটি পাঠিয়ে দিলাম সেই দিন তদ্দণ্ডে।
টাঙিয়ে দিলাম শোবার ঘরে P. C.† সাইজ চিত্র—
হেমাঙ্গিনী মিত্র।

তুদিন পরে রাত্রি,
সুপাত্রে এক পড়ল এসে অত্যন্ত সুপাত্রী।
কন্‌ফুসিয়স গেছেন ব'লে বহু বৎসর পূর্ব্বে,
"ঘোরায় যারা নিজে তারাও বোঁ বোঁ শব্দে ঘুরবে।"
মিত্র ছেড়ে মৈত্র হলেন হেমাঙ্গিনী ধাত্রী,
তুদিন পরে রাত্রি।

ফুরাল মোর গল্প,
হঠাৎ ফুরায় আয়ু মোদের আমরা মৃতকল্প।
সার বুঝেছেন এই বিষয়ে শ্রীশ্রীঅরবিন্দ,
থোড়াই কেয়ার করি তোমরা আমায় যদি নিন্দ।
সাবাস আমি ভূমার দেশে লিখনু এত অল্প!
ফুরাল মোর গল্প।

---

* উদয়শঙ্করী + মণিপুরী = উদিপুরী

† P. C. = পোস্টকার্ড

পূজা-ভ্রমণ, ১৩৪৩

পূজোর ছুটিতে কি যে করব,
গার্বোর সঙ্গে কি এরোপ্লেনে চড়ব ?
দুর্জ্জয়লিঙ্গে এভারেস্ট-শৃঙ্গে
দোকলা চড়তে গিয়ে ধস ভেঙে পড়ব,
খদে শুধু পড়া নয়, পড়ব ও মরব ?

থাক থাক, তাতে আর কাজ নাই,
ঘরে ব'সে ধরা যাক চোখোচোখি বাজনাই।
ছাতে আর জানলায় দড়ি আর আলনায়
জানাজানি হ'লে আগে কারো তাতে লাজ নাই।
চোখ তো ফুটুক, পরে হয় হবে আজনাই !

তার পরে মাইফেল চলবে,
গেলাসে গেলাসে সোডা-লালপানি টলবে।
খেঁদি পেঁচি নাচবে, রাম যদু হাঁচবে,
নাচতে নাচতে কার গায়ে কে যে ঢলবে !
গড়াগড়ি দিতে দিতে কান কেউ মলবে।

পূজার বিশেষ সব সংখ্যা
কিনে নিয়ে যাব দিয়ে গোটা দুই টঙ্কা ;
গল্পে ও ব্যঙ্গে চিত্র ও রঙ্গে
মুড়ি ও ফুলুরি খাব দিয়ে কাঁচা লঙ্কা,
ডঙ্কা মারিয়া যাব, কারে আর শঙ্কা !

অথবা পূজার এই বন্ধে
ভাল বলি ভাল লোকে, গালি দিব মন্দে।
পড়ব ও লিখব জার্মান শিখব,
অথবা লিখব কিছু গরমিল ছন্দে,
কাঠি দেওয়া ভাল নয় অপরের রন্ধ্রে।

পড়িয়া গিয়াছি মহা ভাবনায়,
কতখানি খোল লাগে কতখানি জাবনায়।
মাঠকোঠা বস্তি— দ্বারে বেঁধে হস্তী
মালিশ করিছে দেখ ঘি তাহার দাবনায়,
খুলনায় পোঁতে বিচি, ফল ফলে পাবনায়।

অদ্ভুত ঘটিতেছে কাণ্ড,
অমলেট ভেজে কে সে খায় ব্রহ্মাণ্ড!
চকোলেট চুষছে, নামতাও ঘুষছে,
ফুটো ছাতে পড়ে জল ভরে হাঁড়ি ভাণ্ড,
এ কালেতে ভাল নয় কাল-কুষ্মাণ্ড।

মিছে বকি, বাজে কথা থাকগে ;
এবার পূজোয় যার খুশি যেথা যাকগে।
আমি যাব শিমলে, সাথে যাবে বিমলে,
ট্রামে বা বাসেতে যাব টু, টু-এ মার্গে,
ব্যায়াম-সমিতি পূজা দেখা আছে ভাগ্যে।

আলু ও পিঁয়াজ

আলু কহে—
শোন মিনতি করি, ভাই কাল্লু মিয়া,
ভিন্দালু রাঁধ যদি আমারে নিয়া,
শোন দোহাই তব,
বেশি কি আর কব,
আহা ফুটি-ফাটা বেদনায় বিদরে হিয়া।
মোরে যা খুশি রাঁধ,
গাঢ় বাঁধনে বাঁধ—
শুধু জাতটি মেরো না পল-অণ্ডু দিয়া।

দেখ হদিসে যদি সে তব হদিস থাকে,
মোরে কলমা পড়ায়ে দিও কলমি-শাকে ;
দিও টম্যাটো-ওলে,
ফুল- কপির ঝোলে,
দিও কচুর সাথেতে মোর নেকাহ্-বিয়া।
ফেলে পিঁয়াজে মোরে
মেরো নাকো বেঘোরে,
ওগো যা হও তা হও তুমি সুন্নি-শিয়া।

খাসী- মাংসে ফেলিয়া মোরে বানিও কাবাব,
দিও চপ-কাট্‌লেটে, তাতে ক্ষতি নাই সাব,
হীন বেসনে ফেলে,
তুলো ভাজিয়া তেলে,
র'ব ফাউলে বাউল হয়ে 'কারি' বনিয়া।
নীচ পিঁয়াজের সাথ
মোরে ক'র না বেজাত,
মোরে প্রাণে মার, মেরো নাকো জাত মারিয়া।

পিঁয়াজ কহে—

হরি ঠাকুর শোন, তেরা টিকির কিরে,
মোরে অম্বলে দিও দিয়ে ফোড়ন-জিরে ;
লাগে খোদার কসম,
যদি রাঁধ আলু-দম,
মোরে দিও না তাহাতে ফেলে দু ভাগে চিরে।
মোর করিও ভাজি,
তাতে নহি নারাজি,
শুধু ফেলো না কাফেরী-ফেরে কলিজা ছিঁড়ে।

তব শাস্ত্রে যদি বা কিছু আস্থা থাকে,
মোরে শুদ্ধি করিয়া দিও মূলোর শাকে ;
শোন তোমায় বলি,
দিয়ে কাঁচা-কদলী
রেঁধো সুক্ত অথবা ফেলো ঘণ্ট-ভিড়ে।
গোল- আলু-ভাগাড়ে
ফেলে মেরো না হা রে,
দিও থেঁতলে বরং মেরে মুগুর শিরে।

ফেলে মাংসে পাঁঠার রেঁধো ঘুগনি-দানা,
দিও কুমড়ো-ছোঁকায় আমি করি না মানা,
তব দোহাই ঠাকুর,
মোরে ভেজো চানাচুর,
শুধু মেরো না আমার জাতি-ধরমটিরে।
সব সহিতে পারি,
পারি ছাঁটিতে দাড়ি
শুধু আলু-ছুৎ হ'লে ভাসি নয়ন-নীরে।

মন্তব্য— শ্রীহরি ঠাকুর আর কাল্লু মিয়া,
একই দেহ দুই রূপ দেখ বুঝিয়া ॥

মান-ভঞ্জন

মান ত্যাগ কর ওগো মানিনী,
বিবাহ অবধি হাম জপিনু তোমার নাম,
তোমা ছাড়া কাহারেও জানি নি।
মন সঁপিয়াছি তব চরণারবিন্দে,
স্ত্রৈণ বলিয়া সবে করে কত নিন্দে,
তুমিই শ্রীরাধা মোর, তুমি মোর বিন্দে,
তুমিই কলাপ, তুমি পাণিনি।
তোমারই লাগিয়া কাল করিয়াছি হরতাল,
করি নি চা-পান, হুঁকা টানি নি।

চাহ যদি কর পদদলিত,
মহাকালী রূপ ধরি জানি সে মহেশ্বরী
করিয়াছে বহু ঢলাঢলি তো।
রেখেছে চরণ তার শঙ্কর-বক্ষে,
হর দেখে সরিষার ফুল দুই চক্ষে,
নেহাৎ ন্যাংটা ছিল তাইতেই রক্ষে—
তা না হ'লে কি কাণ্ড চলিত।
যদি কোপ তবু কর জেনো আমি নহি হর,
নহি আমি কৈলাস-স্খলিত।

যাহা পার কর দুই নয়নে,
আঁধার না যদি চাও জ্বেলে রাখ দীপটাও,
থেকো না বিমুখ নিশি-শয়নে।
ভয় করি নাকো তব চোখে রোষ-বহ্নি,
যত কাল তুমি প্রিয়া অকরুণ তন্বী—
ভয়ে নয়, ছল ক'রে মাঝে মাঝে কোণ নি,



তব আঁখি-ঝরা মণি-চয়নে।
বৃথা নিশি নাহি যায়—　　প্রিয়া-পাদপের ছায়
ব'সে থাকি রাগ-মালা-বয়নে।

রাগ যাবে ভর্ৎসনা করিলে,
যেও না বাপের ঘর　　ব'ল না, 'গেল গতর,
নাই কোন পদার্থ শরীলে।'
অভিমানভরে প্রিয়া ছেড়ো নাকো রান্না,
ধোঁয়ার করিয়া ছল ঢাকিও না কান্না,
চেও না সময় বুঝে হীরামণিপান্না,
নাই বা সোনার চুড়ি গড়িলে—
মোরে যদি বধ প্রিয়া,　　কি হবে গহনা নিয়া,
শাঁখাও রবে না আমি মরিলে।

তার চেয়ে চল ঘুরি মোটরে,
দুজনে দুমুখে বসি　　আকাশে দেখিব শশী,
ব'সে ব'সে ছোট আর ছোট রে।

বহুদূরে যাব ধীরে, গাঢ় হবে রাত্রি,
আমি যেন মাস্টার, তুমি মোর ছাত্রী,
আমি যেন বর, তুমি বয়স্থা পাত্রী—
বিহঙ্গ-দম্পতী-কোটরে।
তোমার নয়নে ঘুম আদরে হানিবে চুম,
আগুন জ্বলিবে মোর জঠরে।

তারপরে ঘরে ফিরে আসিয়া,
তোমারে বুকেতে ধরি কহিব, 'প্রাণেশ্বরী,
ঘরে চল'—অতি ভালবাসিয়া।
আসিবে বাগান হতে কুসুমের গন্ধ,
খুলিবে পাদুকা তুমি, আমি গলাবন্ধ,
মিলহীন কাব্যের মিলে যাবে ছন্দ,
তুমি যবে ফিক ক'রে হাসিয়া
বলিবে, 'হয়েছে রাত শুকাইছে বাড়া ভাত',
মানিনীর মান যাবে ফাঁসিয়া।

রাগ ছেড়ে দাও ওগো রাগিণী,
যদি মনে হয় সাধ ঘটাইতে পরমাদ,
মুখে ছোবলাও হয়ে নাগিনী।
জানই তো আজ কেউ নয় অস্পৃশ্য,
প্রেম-প্রেমারায় তুমি কর মোরে নিঃস্ব।
পঞ্চম অঙ্কের পঞ্চম দৃশ্য—
ছাগে যেন কামড়ায় বাঘিনী।
যদি হয় পরাজয়, মনে মানিও না ভয়,
নিজেরে ভেবো না হতভাগিনী।

প্রতীক্ষায়

প্রেম-পঞ্জিকায় মোর সেদিন যে অর্দ্ধোদয়-যোগ,
যেদিন চকিতে তারে দেখিলাম প্রিন্সেপ ঘাটে,
জ্বলু-জ্বলু গ্যাসালোক, নিবু-নিবু সূর্য্য যায় পাটে—
লাল সুরকির পথে দলে দলে রোগী আর 'রোগ'
ভ্রমিয়া ফিরিতেছিল বে- অথবা অত্যন্ত মতলবে।
কোকিলের কুহু যেন শুনিনু কে ডাকে 'হ্যাপিবয়'—
সে ডাকের সাথে মোর ধরা হ'ল আইসক্রীমময়,
চোখে না দেখিয়া তারে অচিরাৎ পড়িলাম 'লভে'।
পিসীমার সাথে সে যে—বুড়ী তার পিসীমাই হবে—
আলুথালু কেশপাশ বায়ুভরে উড়িছে অঞ্চল—
মনে হ'ল দেখে আসি মাঝ-গাঙে কতখানি জল।
শীতের আমেজ ছিল। চাঁদ ছিল মাঝামাঝি নভে।
আমার চুলের পানে ক্ষণকাল চেয়ে আড়চোখে,
এমন জানিলে আগে দীর্ঘতর করিতাম কেশ—
তারের বেড়ার গায়ে দাঁড়াল সে মৃদু দিয়ে ঠেস।
বেতারে হইল কথা, ডানা মেলি উড়িবার ঝোঁকে।
বুড়ী সে পিসীমা,—হায়, বুড়ীরা মরিয়া কবে যাবে—
হিড়হিড় ক'রে তার টানিল সুঠাম হাত দুটি—
আবু-মরু-বালুচরে ফুটিসম হিয়া মোর ফুটি
আকণ্ঠ তৃষ্ণায় যেন পেতে চায় কলম্বোর ডাবে।
তথাপি সে চ'লে গেল—গেল চ'লে ঠিকানা না রেখে,
মোটরে চড়িয়া প্রিয়া গেল চ'লে তড়িতের বেগে—
বুকের ভিতরে মোর ওঠে মহা হাহাকার জেগে ;

সে হতে বেড়াই আমি পথে পথে 'হ্যাপিবয়' চেখে।
বাবুঘাট চাঁদপাল ঘাটে ঘাটে, বহু আঘাটায়
পাগলের মত ঘুরি, আজো তার না মিলে সন্ধান,
এইটুকু মনে আছে, চুলে তার ঢাকা ছিল কান—
সিঁদুরের রেখাটুকু মনে আছে ছিল না মাথায়।
বিপুল পৃথিবী বটে, মানুষ কোটরে করে বাস,
একমাত্র আশা, তারা মাঝে মাঝে বদলায় বাসা—
প্রয়োজন হ'লে পথে সকলেই করে যাওয়া-আসা—
অথবা মরিয়া গেলে, শ্মশানে পোড়াতে হয় লাস।

বর্ষার কাব্য

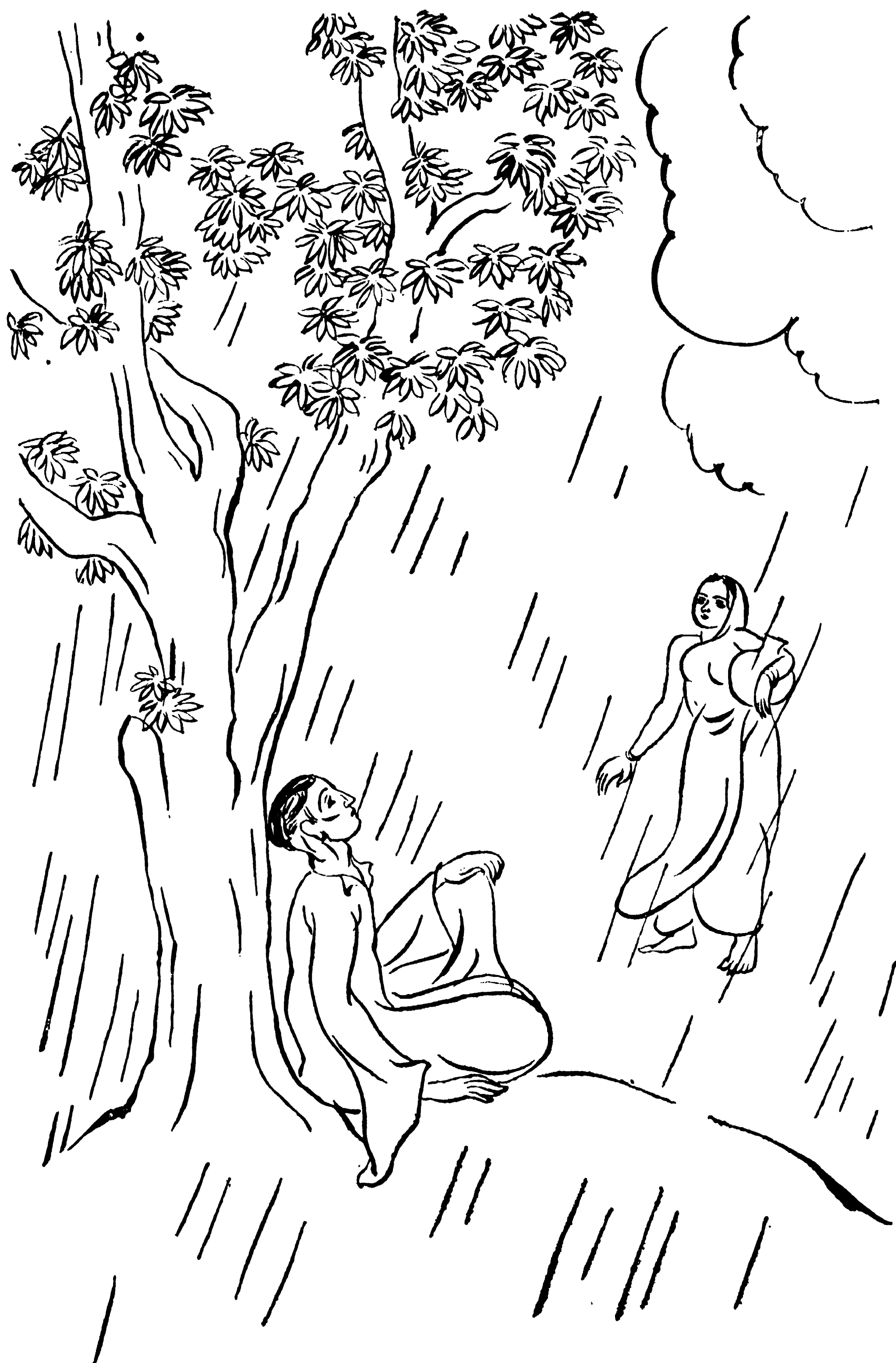
ব'সে আছি চুপচাপ করিয়া,
বাগানে আমের শাখে থেঁতলায় ঝাঁকে ঝাঁকে
পাকা আম ধুপধাপ পড়িয়া।
বেগুনী জামের আঁটি প'ড়ে আছে পরিপাটী,
মাটিতে হতেছে মাটি তাহারা,
ভূঁই হতে আগডালে কাঁঠালেরা পালে পালে—
কচি শিশু যেন মার পাহারা।
পূবেতে বনের চূড়ে উড়ো ঝড় মাথা খুঁড়ে
কখনো বহিছে হয়ে মরিয়া,
দেখি একা ব'সে ব'সে খুকীটা আঙুল চোষে,
দেখে মোরে ফ্যালফ্যাল করিয়া।

আমি চেয়ে থাকি দূর আকাশে,
বেলা ঠিক দুপহর ঝিমাইছে চরাচর,
খর রবি কালো সীসা ঢাকা সে।
অবিরল পড়ে জল, না জানি কাহার মল
বাজিতেছে ঝমঝম—মধুরে,
সে মধুর ধ্বনি শুনি গুণীজন কর গুনি
কবিতা পাঠায় লিখে বধূরে।
পায় যার হাজা হয়, সেই শুধু খুশি নয়,
হিয়া তার তাও হয় ফ্যাকাশে।
চাল ফুটো যাহাদের, মানত করিছে ঢের,
রোদ কবে ওঠে ফের আকাশে।

ক'ষে চুমু দিই চা-র বাটিতে,
প্রেয়সী পড়িছে বসি— কি করিল উমাশশী
রামী সেজে ; গড়াগড়ি মাটিতে
যেতেছে খুকীটা প'ড়ে, বসি আমি ন'ড়ে-চ'ড়ে—
একদা সে আষাঢ়ের দুকুরে,
তখন হয় নি বিয়ে, ঘোষেদের মেজো ইয়ে
স্নানে গিয়েছিল তালপুকুরে,
পাড়েতে দাঁড়ায়ে আমি যত ভিজি তত ঘামি,
জ্ঞান হ'ল বড়দার চাঁটিতে।
ব'সে ব'সে দেখি ছবি, যদি হইতাম কবি—
যাক, চুমু খাই চা-র বাটিতে।

মনে পড়ে রায়েদের গোয়ালে,
এমনি বরষা-দিনে আমি আর খোঁড়া তিনে
চাপা পড়েছিনু ভিজা পোয়ালে।
খেয়েছিনু ক'রে ভুল গোটাকয় জামরুল
না বলিয়া গাছ হতে পাড়িয়া,
রায়েদের মেজো ছেলে (দেখে নি এখন পেলে।)
লাঠি হাতে এল হেঁকে তাড়িয়া,
নারিলাম দিতে রড়, কষিয়া লাগাল চড়,
আজো যেন ব্যথা পাই চোয়ালে।
আজ শুধু মনে পড়ে একদা বিষম ঝড়ে
ঢুকেছিনু রায়েদের গোয়ালে।

কত কথা গিয়াছি যে ভুলিয়া,
তবু দেখি ব'সে ব'সে খুকীটা আঙুল চোষে,
শ্রীবুধোর নামে হ'ল হুলিয়া।



ইয়াসিন মোড়লের খাসী প্রায় দশ সের,
গেল সেটা আমাদের উদরে ;
বেচারা খেল না মোটে, তবু আইনের চোটে
নিয়ে গেল ভ্যাবাচ্যাকা বুধোরে ।
মনে পড়ে কত কি যে, মনে আর মনসিজে !
অতীতের আবরণ তুলিয়া,
সেদিনের বরষায় ডাকি আয় ফিরে আয়
যতগুলি মুখ গেছি ভুলিয়া ।

থইথই করে আজ ধরণী ।
সারাটা আকাশ যদি বরষার মহানদী,
ধরা ভাসিতেছে যেন তরণী,
জল ভ'রে ভরাডুবি হতে পারে তবে খুবই,
সেঁচিয়া ফেলিতে হবে ত্বরায়ে,
কবিরা কবিতা-খোলে তাই বুঝি জল তোলে,
আকাশে ফেলিয়া দেয় ছড়ায়ে।
আমি করিব না ত্রুটি— সহসা কাঁপিয়া উঠি—
ঝাঁঝালো "হয় না মোর মরণই !"
প্রেয়সীর মিঠা স্বর খুকীরে মারিয়া চড়,
একাকার আকাশ ও ধরণী ।

বুদ্ধ-শ্রীমতী

(আধুনিক পাঠ)

ব্যাকুল শ্রীমতী কহে, নহে নহে নহে নহে—
হে বুদ্ধ, তোমার হবে জয়,
আকাশের গাঢ় নীল কালো হ'ল হালফিল,
সেই কালো চিরস্থায়ী নয়।
হে বুদ্ধ, তোমার 'ক্রীড', মানে—'লিটারারি স্পীড',
মানে—তব দোয়ার্কি-ভঙ্গিমা
দেহ-আবরণ ফুঁড়ে বসেছে হৃদয় জুড়ে,
চপের ভিতরে যথা কিমা।
ধেয়ানে তোমারে স্মরি কলমে নকল করি
তোমার অপূর্ব্ব স-টাইল।
সে আজ আমারো ঢঙ, হৃদয়ে লাগাল রঙ,
নাহি জানি শ্লীল কি অশ্লীল।
তুমি যেন কাচপোকা, আমি তেলাপোকা বোকা,
টানিতেছ কি অদৃশ্য টানে।
ঘর বাড়ি গেল ভেসে, আসিয়াছি এলোকেশে,
ভালবাসিয়াছি তার মানে।
হে বুদ্ধ, তোমার পূজা প্রচারিব দশভুজা
হয়ে, বধি মহিষ-অসুরে।
মানে সে অহিংস মতে ব্রতী হয়ে তব ব্রতে
বিজয়ী হইব মাথা খুঁড়ে।
এ পাপ-জীবনে কভু তোমারে দেখি নি প্রভু,
একবার দেখিতে বাসনা।
আড়ালে গিয়েছে রবি, তোমার মোহন ছবি
আমারে করেছে অন্যমনা।

কথা কও নাহি কও, হে প্রভু, প্রকট হও,
হয়েছে প্রস্তুত রেল-ভাড়া।
তুমি দাও অনুমতি, রাজি হয়েছেন পতি,
শ্রীমতীরে দাও দাও সাড়া।

বৈশালীর জেতবনে ন্যাড়া ন্যাড়া ভিক্ষু সনে
শ্রীবুদ্ধ বসিয়া ছিল ধ্যানে,
ধ্যান মানে—চা চুরুটে ধোঁয়া আর ধোঁয়া উঠে,
ছিন্নভিন্ন ঘূর্ণ্যমান ফ্যানে।
মাইকেল আর্‌লেন পাশে খোলা রয়েছেন,
ড্যান দূরে দেন গড়াগড়ি,
হাক্সলি লরেন্স ছুয়ে আলুথালু শুয়ে ভূঁয়ে,
শ্রীবুদ্ধ বসেন নড়ি-চড়ি।
আনন্দে কহেন ডাকি, চা-ওলার কত বাকি ?
সহসা ব্যাকুল কেন মন !
প্যাকেটে 'সিগ্রেট' ওড়ে, দেখি যেন ধ্যানঘোরে
ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় আলিঙ্গন।
কে কোথা কাঁদিছে হায়, আমার দর্শন চায়—
হে আনন্দ, দেখ খড়ি পেতে,
যেন রে শ্রাবস্তীপুরে, কিম্বা তক্ষশীলা জুড়ে
ধোঁয়ায় পেয়ালা কার ট্রেতে !
আনন্দ সকলি জানে, বলে, প্রভু, এর মানে—
শ্রীমতী স্মরিছে আপনারে,
বুদ্ধের দর্শন মাগি তিনি একা রন জাগি,
আসিতে কি লিখিব তাঁহারে ?
স্মিতহাস্যে বুদ্ধ কহে, আজ নহে, কাল নহে,
পরশ্ব আসেন যেন তিনি—

এত বলি কালো মুখে এক হাত রাখি বুকে
অন্য হাতে চায়ে দেন চিনি।

দুয়ারে নড়িতে কড়া শ্রীবুদ্ধ ওঠেন ত্বরা,
আনন্দ গিয়াছে নিজ ঘরে,
শুধান বাহিরে, কে ও ? আলুথালু পরিধেয়
শ্রীমতী লজ্জায় বুঝি মরে !
খুলিল অর্গল যেই, ঘরে বাতি জ্বলিছেই—
শ্রীমতী কহেন, খোকা কহ—
কোথা মোর তথাগত জীবনের ধ্যান ব্রত,
সহিতে না পারি এ বিরহ !
বুদ্ধ কহে, হে রমণী, কপিলাবস্তুর মণি
আমি সেই বুদ্ধ শ্রীগৌতম।
গালেতে কষায়ে চড়, বলি, ছোঁড়া, সর সর—
হে প্রভু, আমারে ক্ষম ক্ষম—
মূর্চ্ছিতা শ্রীমতী পড়ে বুদ্ধের ভাড়াটে ঘরে,
'বুদ্ধ বুদ্ধ' করিয়া গোঙায়।
আশ্রমে জগাই কাঁদে চাহিয়া বামন চাঁদে,
বুদ্ধ বসে ধ্যানের ধোঁয়ায়।

কিশোরী-ভজন

(ভৌগোলিক কবিতা)

চব্বিশ পর গণা,
ভাগ্যে আমার নাহি ঘটে যেন, কিশোরীর আরাধনা
করিবারে যেন পাই চিরকাল। কুসুম-**কলিকা, তা**য়
ঢাকা যদি থাকে পাতার আড়ালে—দেখিতে **পাব না** হায়!
করিলে পরশ, লাজুক কিশোরী বলিবে, **খুল না,** থাক
ও যুগল **কুচ-বিহারে**র আশা। নাহি হব হতবাক।
তবু পনরোয় হে পঞ্চদশী, ক্রম-বি**বর্দ্ধমান**—
এইটুকু জানা থাকে যদি তাতে খুশি রহে লোভী প্রাণ।
চব্বিশে আসে তিমির-রা**ত্রি, পুরা** না হইতে দিন,
কালো হয়ে আসে আকাশের **রঙ, পূ**রণিমা দিশাহীন
উঁকি মারিলেও, অমাবস্যার ভয় তার **যশ হরে**—
নিঠুরা **ননদি আ**সে ব'লে ভয়ে রাধা যেন কেঁদে মরে।
কঠোর বয়স হাঁকে, মাথা **নোয়া, খালি** ও কলস জোড়া;
যৌবন কহে, সামাল সা**মাল, দহে** বুঝি ডোবে ওরা।
আসিবে নাগর, পালাবে নাগর, ক্ষীণ দুটি বা**হু গলি,**
অর্জ্জুন **বীর ভূমে**তে লুটাবে 'কোথা গাণ্ডীব' বলি।

কিশোরী-ভজনে **দিন আজ পুর,** নিশি পরিপূর রসে,
'পিউ কাঁ**হা'—ওড়া** পাপিয়া ফুকারে, শাখা হতে ফুল খসে।
অশ্রুত কত বসন্ত-রাগে আমার **মেদিনী পুরে,**
প্রিয়া**ময় মন সিংহে**র মত ঘন গর্জ্জন জুড়ে।
আজ মনে হয় তৈ**মুর সিধা বাদ**শাহ ছিল খাঁটি,
লাখো যুবতীরে প্রেয়সী করিয়া রেখেছিল পরিপাটী।

তাহারই বংশে দেখ যুব**রাজ, শাহী**-দরবারে ব'সে,
সেলিম, কেবলই সেলাম করেছে নূরজাহানেরে ক'যে।
ঔরংজীব ভুল করেছিল, ভেঙেছে রাজ্য তার,
প্রেমিক বলিয়া পায় না সে হায় ধরার নমস্কার।
হৃদয় আমার কিশোরীর পায়ে দি**ব গুঁড়া** গুঁড়া করি,
নেমেছে প্রেমের **বরিষা, লক্ষ** খাল ডোবা গেল ভরি,
আমার এ ছোট হিয়া-গোষ্পদ, নাহিক ডাহিন **বাঁ**—
কুড়ায়ে কুড়ায়ে প্রেমের বিন্দু তাহা কি ভরিব না ?
তৃষিত চাতক, কোথা **জল পাই, গুঁড়ি** গুঁড়ি ধরি মুখে
প্রেমের তৃষ্ণা মিটাইব সখি, আস নাই আস বুকে।
বৃথা মারি লাফ **হৃদ-পুর** তব করিতে চাহি না জয়—
কিশোরী থাকিও, এইটুকু মোর তব কাছে অনুনয়।
মদ যদি পাই, না পেলেও **চাট গাঁ**গোল করিব নাকো,
সকলই সমান, সিমলা শিলং **দার্জ্জিলিঙে**ই থাক।*

---

* পার্ব্বত্য ত্রিপুরা ব্যতীত বঙ্গদেশের প্রত্যেকটি জিলার নাম এই কবিতায় আছে ; কলিকাতাকেও একটি জিলা ধরা হইয়াছে। বগুড়া ও জলপাইগুড়িতে একটি করিয়া ँ (চন্দ্রবিন্দু) ব্যবহার করিতে হইয়াছে, ফরিদপুরের বানান করা হইয়াছে—ফহৃদপুর, মুর্শিদাবাদ—মুরসিধাবাদ হইয়াছে।

কুমার-অসম্ভব কাব্য

[প্রমথেশ-ভস্ম ও পার্ব্বতী-বিলাপ নাম তৃতীয় সর্গ]

—প্রস্তাবনা—

মদন-খপ্পরে পড়ি মহাদেব হ'ল ভস্মসাৎ—
তারি ইতিহাস
'দেবদাস'-ফিল্ম দেখে স্মরণে পড়িল অকস্মাৎ ;
তোমার সকাশ
সামান্য কাব্যের ছলে হে বন্ধু, করি যে নিবেদন,
কর অবধান।
বিলুণ্ঠিতা পার্ব্বতীর বুকফাটা করুণ ক্রন্দন—
ফুটিফাটা প্রাণ।
স্বপ্নঘোরে দেখি যেন মেল-ট্রেনে মরে প্রমথেশ
হার্ট-ফেল করি ;
বাংলার পথে ঘাটে উড়িছে তাহার ভস্মশেষ—
গুমরি গুমরি
পার্ব্বতীরা দলে দলে কাঁদিতেছে টিকিট কিনিয়া,
শাপিছে মদনে,
ভাবিয়া রতির কথা আসিতেছে রতিমূর্ত্তি নিয়া
স্বামীর সদনে।
পুরাতন সে কাহিনী বর্ণিবারে ভাষা না জুয়ায়—
অতীব করুণ,
করিব "আপ্রাণ" চেষ্টা বহুবিধ ছন্দ-ছলনায়—
ভঙ্গিতে তরুণ।
সম্ভ্রমে বন্দনা করি কবিগুরু বাল্মীকি মুনিরে,
কবি কালিদাসে—
ধার যেন দেন তাঁরা যত অস্ত্র কাব্যের তূণীরে—
এ সজনী দাসে।

—এক—

বিয়ে যে হয় না রতির, জননীর শঙ্কা বড়।
খসিলে গায়ের আঁচল, মা হাঁকেন, সামলে ধর।
পড়ে সে গোখলে স্কুলে, শেখে গান, নাচতে শেখে,
আধুনিক পত্র যত পড়ে আর গল্প লেখে।
রেডিওয় গান শোনে আর সিনেমায় দেখে ছবি,
পাড়াতো দাদারা কেউ ভাঁজে সুর, কেউ বা কবি ;
কখনো সঙ্গে তাদের ঘুরে যায় লেক ঢাকুরে,
বুকেতে টানা-পোড়েন, কে চালায় প্রেম-মাকুরে!
কিশোরী রতি বয়স ষোলোতে পড়ল এসে,
ভাল তার লাগে না আর প'ড়ে আর খেলে হেসে।
চেনা মুখ দেখে দেখে গিয়েছে ঘেন্না ধ'রে,
স্বপনে দেখে যে তায় চুরিয়ে নে যায় চোরে ;
অচেনা চোর, তবুও মনে হয় চেনা-চেনা,
দেখেছে 'লাভ-প্যারেডে' ? বলে মন, এই তো সে, না ?
পড়াতে মন বসে না, বাড়া ভাত প'ড়েই থাকে,
হেজেলিন মনে ক'রে ভেসেলিন গণ্ডে মাখে।
মা বলেন, হ'ল কি তোর ? রতি কয়, কিছু না মা।
কিছু নয়, তথাপিও—খাটো হয় গায়ের জামা।
বোঝে মা, বাপকে বলেন, এবারে পাত্র খোঁজ,
মেয়ে যে ধিঙ্গি হ'ল, কি যে ছাই তুমিই বোঝ!
দেখছি শেষাশেষি ঘটাবে কেলেঙ্কারি!
ফ্রয়েডের উলটে পাতা, হাসে বাপ মাথা নাড়ি।

—দুই—

শ্যামবাজারের মিত্রবাড়ির একটি ছেলে মিত্র মদন,
পাড়ার যত গিন্নীরা তার মুগ্ধ দেখে চন্দ্রবদন।

বিদ্যেসাগর কলেজেতে সরস্বতী-পূজোর দিনে
মদন সাজে অ্যান্টিগোনাস, চন্দ্রগুপ্ত সাজল তিনে ;
কি যে করল অ্যাক্টো তারা, বললে সবাই—ফাষ্টো কেলাস।
না কেউ জানুক, আমরা জানি—সিদ্ধি মেরে গেলাস গেলাস।
সিমলে ইটলি চেতলা থেকে ঘড়িকঘড়ি আসে ঘটক,
বুক চাপড়ে যায় যে ফিরে। মদন মিত্রের সে কি চটক!
রূপ দেখে তার টলিউডের ঘোড়েল ঘোড়েল দালাল আসে,
ছবির পরে ছবি দেখায় স্পেশাল সীটে, স্পেশাল পাসে।
পিসীকে সাফ বললে মদন, বিয়ে এখন করব নাকো,
ঢুকব আমি সিনেমাতে—এইটে তুমি জেনেই রাখ ;
সময়মত বাবাকেও এই কথাটা জানিয়ে দিও।
পিসী বলেন, ষাট ষাট ষাট, অলুক্ষণে বলিস কি ও!
শুনেছি যে ধিঙ্গিগুলো নাচে সেথায় উদোম হয়ে,
লেখাপড়া শিখে শেষটা এমনধারা যাস্ নে ব'য়ে।
টলিউডে মদন যাবে, তৈরি ছিল বাগিয়ে টেরি,
পিসীর সঙ্গে তর্কে কি লাভ, মিথ্যে শুধুই হবে দেরি।
সেদিন রাতে শ্রীরামপুরের ঘোষবাবুদের আসার কথা,
শুনলে দাদা—কুরুক্ষেত্র! বাড়ল পিসীর বুকের ব্যথা।
কাতর কণ্ঠে বলেন, মদন, আজকে আমার কথাটা রাখ।
ব'লেই তিনি ফেলেন কেঁদে। মদন হাঁকে, থাক থাক থাক,
ঢের হয়েছে। শেষ বারটি রাখছি তোমার কথা জেনো।
দু কাপ চা তো পাঠাও এখন ; দেখি কোথায় গেল তেনো!
রাত্রিবেলায় এলেন যাঁরা পষ্ট তাঁদের বললে মদন,
ভস্মে আগুন যায় না ঢাকা। ফেরেন তাঁরা শুষ্কবদন।
মাতৃহারা পুত্রে বাবা 'বেরোও' বলেন বিষম রেগে।
রিচি রোডেও কেলেঙ্কারি রতির হঠাৎ বিষম লেগে।



—তিন—

তপস্যা করিয়াছে সুরু
শ্রীমদন মিত্রে ;
শ্রীযশোদা বোস হ'ল গুরু—
তাঁর নেক্সট্ চিত্রে
নামবে সে এঁটে দাড়ি পুরু
ভিলেন-চরিত্রে ।
বুক তার কাঁপে দুরুদুরু ।

*

পিসীমা লুকিয়ে দেন ভাত।
পৈত্রিক পুণ্য
ছিল তাই চলে ডান হাত,
পকেট তো শূন্য।
স্টুডিওয় যত বাড়ে রাত—
বাড়ে নৈপুণ্য;
প্রস্তরে ঘষা ইস্পাত।

*

মিত্রগুষ্টি যত চাঁই
বসে পরামর্শে,
মদনের বিয়ে দেওয়া চাই
এই নব বর্ষে;
রিচি রোডে শ্রীবসু নিতাই
পাল্টাই ঘর সে,
ঘরে আন তার মেয়েটাই।

*

মেজো বৌমার সেজো মামা,
তাঁদেরই তো গুষ্টি।
তত্ত্ব পাঠিয়ে ধামা ধামা
আনা হ'ল কুষ্ঠি।
গণকেও দিয়ে কিছু তামা
হ'ল পরিতুষ্টি।
রতি বসু ঘষে পায়ে ঝামা।

—চার—

মদন সে ব'সে আছে বাঁকিয়া,
চাঁছা মুখে কাঁচা আঠা মাখিয়া—
শুটিং হইবে স্থরু,
পিঠ চাপড়িয়ে গুরু



বলেছেন, ভয় নাই, ভয় নাই।
কে তারে আনিবে বল ডাকিয়া!
শেষে গেল লাহাদের নুরু—
মুফতে ওঁদের যদি দেখা পাই।

*

স্থির করিয়াছে মিলে সকলে,
মদনে আনিতে হ'লে দখলে
রতিরে লাটাই করি
টান দাও সুতা ধরি,
ঘরেতে আসিবে বাছা চুপচাপ—
দুদিনেই ভুলে যাবে নকলে—
চপ ছেড়ে খাবে চচ্চড়ি,
ততদিন দেবে তেড়ে তুড়িলাফ।

—পাঁচ—

নুরু এল ফিরে।
রতির হ'ল নেমন্তন্ন রাম মিত্রের বাড়ি।
ধীরে ধীরে ধীরে
নামল এসে, পরনে তার মাদ্রাজী এক শাড়ি—
হাঁড়িপানা গোবদা বাড়ি উঠল হঠাৎ হেসে।
মনে মনে ভাবলে পিসী, মেয়েটা বেশ ধাড়ী,
মদন আমার এতটুকু! তবু খানিক কেসে
আদর ক'রে বসতে তারে দিলেন একটা পিঁড়ে,
ভাঁড়ার-ঘরে রাখেন তুলে রসোমালাই-হাঁড়ি।
তারপরেতে মালা হাতে রতির কাছটি ঘেঁষে
সুখ-দুঃখের কথা বলেন, ভাসেন আঁখির নীরে।
থুতনি ধ'রে আদর ক'রে অনেক ভালবেসে
চুমু খেলেন রতির;
আপন মৃত পতির
বলেন কথা। এমন সময়—ওই স্টুডিওর গাড়ি—
পাগল মহেশ হাজির যেন গন্ধ পেয়ে সতীর!
বাবার ঘরে চুপিচুপি পা টিপিয়া এসে
চমকে ওঠে; দিনদুপুরে সামনে পড়ে ছিঁড়ে
হাস্নুহানা ফিল্ম-স্টুডিওর খানিক যেন—শেষে
পিসীমাকে শুধোয় ডেকে, লজ্জা তবু ভারী—
ও মেয়েটি কে পিসীমা? পিসী তাড়াতাড়ি
জোড় করি হাত ইষ্টে স্মরি ঠেকান কপাল-দেশে,
বলেন, প্রভু, তুমিই আসান সকল দুরগতির।

—ছয়—

একে একে দিন যায় রাত যায় এক দুই—
ভাবিছে মদন হায়। বাগানে ফুটিয়া জুঁই

বাগানেই ঝ'রে পড়ে। স্টুডিওর কাজ শেষ—
তবে কি ফিরিবে ঘরে, অথবা খুঁজিবে মেস ?
আসে রতি ঘন ঘন, মদন কি ভয় পায় ?
সিনেমায় তনমন, কিবা তার আসে যায় !
কাকীমার ভাইঝিটি দেখিতে মন্দ নয় ;
চায় কেন মিটিমিটি— তাহারে কি করে ভয় ?
এত কেন আসা-যাওয়া, মতলব কি এদের ?
অগ্নি ও ঘৃত-গাওয়া— বলেছে ঋষি বেদের।
বাহিরে বিঘ্ন বড় হতেছে তপস্যার,
বাবারও কড়াক্কড় ঘুচিয়াছে দিন চার।
রাত্রে যেদিন রতি আসে সাথে জননীর,
খেতে দেরি হয় অতি— কভু মাঝ-রাত্তির।
আপন পুরানো ঘরে শ্রীমদন সুতরাং
চুপচাপ শুয়ে পড়ে। পিয়ানোর টুং টাং !
চকিতে বসিয়া শোনে, শোনে গান গুনগুন—
জল আসে আঁখি-কোণে, —মনে কি ধরিল ঘুণ ?

—সাত—

শ্রীমতী রতি আসে ও যায়, ট্রামেও যায়, বাসেও যায়,
মদন মিত্র পাশেও যায়—তবুও রয় অটল থির।
বলে সে ডাকি পিসীমাকে ও মামাতো বোন নীলিমাকেও,
সংযমের এ সীমা কেও নারিবে ভেঙে নোয়াতে শির।
বলেন পিসী, আরে পাগল, মিছে করিস তুই গাঁগোল।
কসাইগুলো ধরে ছাগল এমনি ক'রেই—মদন কয়।
তোমরা মোরে তাড়াবে ঠিক, আবার ঘর ছাড়াবে ঠিক—
হয়েছি জ্ঞানহারা বেঠিক—এই তোমাদের মনে কি হয় ?

—আট—

সখীরে রতি কয় দেখায়ে কতিপয়
নূতন স্টিল-ছবি ভিলেন মদনের ;
মানায় দাড়ি কিবা, যদিও নারীবিভা
ফুটিয়া বাহিরায় ও চাঁদবদনের !
আহা-হা মরি মরি, বল কি করি, স্মরি
তাহারে—মোর পানে ফিরে যে নাহি চায় !
লাগে না কিছু ভাল, ছায়ার পিছু আলো
ছোটে কি, বল বল, নহিলে প্রাণ যায় !
কহিল রতি-সখি—এখনই অতি বখি
পাকিয়া ঝুনো হয়ে হয়েছে নারকেল,
একটা পুরুষেরে চোখ ও ভুরু মেরে
নারিবি বশে নিতে ? কি তোর আক্কেল !
সে যদি না এগোয়—তাহার গায়ে তোয়
পড়িতে হবে নিজে, তবে সে হবে প্রেম।
আমি তা পারিব না—গালেতে মারি ঠোনা
সলাজে রতি বলে, কি তুই ? শেম শেম !

—নয়—

সখিরে যা বলুক রতি, উঠল হয়ে চপল অতি
আবদেরে।
শিক্ষা যেথায় থেমেই চলে, মন সেখানে এগিয়ে বলে,
ঝাঁপ দে রে।
গভীর রাত্রে পত্র লিখে বলে যেয়ে মদনজীকে,
দাও দেখে।
মদন বলে কঠিন স্বরে, দেখতে পারি দুদিন পরে,
যাও রেখে।

তাতেও রতি নাহি দমে, এবং দেখ কালক্রমে—
রোজ রাতে
রাগে কিংবা অনুরাগে রতির লেখা মদন লাগে
শোধরাতে।
কভু ধনুর মত বেঁকে চেয়ার-পিছে হাতটি রেখে
কয় রতি,
কাছে তুমি থাকলে পরে আমার যেন কেমন করে
ভয় অতি।
মদন হেসে বলে তারে, এস হেথায় কি দরকারে ?
নাই এলে।
মোরও মনে ভয় যে বড়, তোমরা হঠাৎ স্কন্ধে চড়
নাই পেলে।

—দশ—

কালীঘাটে পূজো দিতে পিসীমাতা যান।
সঙ্গেতে মদন-রতি নাহি দেন কান॥
দুজনে কি চলে কথা আবোল-তাবোল।
ঘরভাড়া নিয়ে রেঁধে ইলিশের ঝোল॥
পিসীমা দুজনে দেন খাইতে আদরে।
মদন মুছিল মুখ রতির চাদরে॥
তাই নিয়ে দুইজনে বাধে মারামারি।
দেখে শুনে পিসীমার হর্ষ হ'ল ভারী॥

—এগারো—

ধীরে দিন যায়, তবু নাহি পায়
ধরিতে মদনে রতি।
সিনেমা-সাগরে একবার পড়ে
যে জন, কি তার গতি॥

হয় সে বিবাগী, 'তারা'-অনুরাগী,
ঘরেতে থাকে না মন।
কেন ঘোর ঘোর লাগিতেছে মোর,
তবুও ভাবে মদন॥

—বারো—

ভাবী বৈবাহিক দুয়ে মাদুর বিছায়ে ভুঁয়ে
এদিকে প্রত্যহ খেলে দাবা।
নিশ্চিন্ত আছেন তাঁরা, হবেই ইঁদুর-মারা,
বিড়াল পেতেছে যবে থাবা॥
এ বাড়ি পলান্ন-মাংস যায় বাটি থালে কাংস্য
ও বাড়িতে যত হোক রাত।
হয় ফর্দ্দ গহনার, কভু লাগে মহামার,
পোলাও না লুচি সাদা ভাত॥

—তেরো—

মদনের উড়ু উড়ু মন, সুরু হ'ল এ কি জ্বালাতন!
তবু তার ধনুর্ভঙ্গ পণ কিছুতে হবে না করা রদ।
দেখিয়াছ আর্টিস্ট-জনে সহসা দুর্ব্বল কোনো ক্ষণে
ধরা প'ড়ে বিবাহ-বন্ধনে কলাশিল্পে করিয়াছে বধ?
হইতে হইবে সাবধানী, ব্যথা কে পাইবে নাহি জানি,
মন-অঙ্গে কৌপীন টানি সশস্ত্র যে শ্রীমান মদন।
রতিরে করে না লক্ষ্য আর, লক্ষ্য তার ভ্রষ্ট বার বার,
বৃথা যায় শাড়ির বাহার— ভাবে, চাহি অন্য আয়োজন।

—চোদ্দ—

হেনকালে চিত্রা-গৃহে ফিল্ম 'দেবদাস'
একদা লভিল মুক্তি, চকিত নগরী।

বিচিত্র প্রাচীর-পত্রে ছুটে বার্ত্তা তার
দিকে দিকে, যথা উড়ে অম্বর-প্রদেশে
অধীর বিহঙ্গকুল, বসন্ত-আগমে
সায়াহ্নে। কালীঘাট বাগবাজার হ'তে
চতুর্দ্দিকে ছড়াইতে চীনাংশুক-শোভা
ধাড়ী-বাচ্চা আসে নারী কাতারে কাতারে
সু-সজ্জিত। রতি ভাবে, এ শেষ সুযোগ।
এস্পার-ওস্পার কিছু হইবে করিতে
চরম। পুরুষ-হস্তে বিংশ শতাব্দীতে
পরাজয় লজ্জা আর সহা নাহি যায়।
পশি প্রসাধন-গৃহে ধ্যানমগ্না রহে
ক্ষণকাল, গণ্ডদ্বয়ে শোণিতাভা ফুটে।

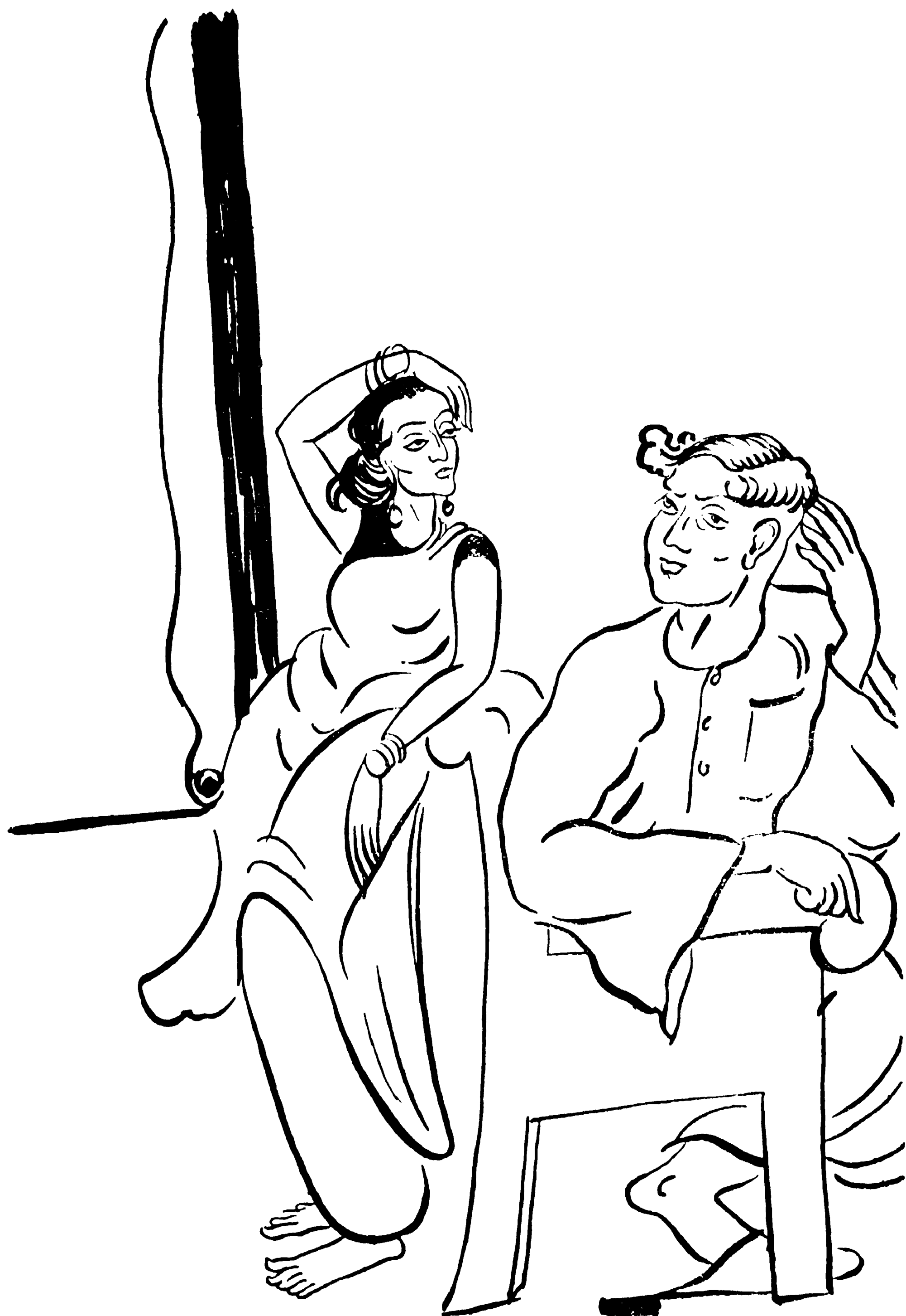
—পনরো—

সেদিন সন্ধ্যার পরে একা বসি দক্ষিণের ঘরে
মদন ভাবিতেছিল 'স্টুডিও'র পারুলের কথা ;
'ডান হাতে সুধাপাত্র—বিষ-ভাণ্ড ল'য়ে বাম করে'
জীবনে উদিবে সে কি ? উর্ব্বশী সমুদ্র হতে যথা
উদিল রবীন্দ্র-কাব্যে বিলকুল শুভ্র নগ্ন-দেহে ?
হেনকালে অকস্মাৎ রতি এসে আগ্রহে ব্যাকুল
এলাইয়া দেহলতা স্কন্ধে হাত রাখি অতি স্নেহে
—খোঁপায় এসেছে গুঁজে এক গোছা রক্তজবা ফুল—
বলে, আজ শেষ 'শো'তে 'দেবদাসে' হবে নিয়ে যেতে।
নেড়ো না মাথাটি কিন্তু, শুনিব না কোনই ওজর।
বিবাগী মদন তার ভাব দেখে ওঠে মহা তেতে,
ভাবে, আচ্ছা জ্বালা দেখি ! ছুঁড়ী কিসে পায় এত জোর !
রাজি হ'ল শেষাশেষি—নারীরে আঘাত দেওয়া পাপ,
সিনেমায় নেমেছে যে—এ খবর খুব তার জানা।

—তা ছাড়া যখন ঢিল দিয়েছেন এতখানি বাপ—
মোগলের হাতে প'ড়ে খায় লোকে মোগলাই খানা।
কথা হ'ল, পিসীমাতা সঙ্গেতে যাবেন তাহাদের,
অসুখের অছিলায় যাত্রাকালে পিছপাও তিনি।
ছাতে ছুই বৈবাহিকে নৌকা ও গজের চলে জের।
মদন ও রতি যায় সাড়ে-নটা-শো-টিকিট কিনি।

—ষোল—

মদন তরুণ, তবু নহে তার অধিক বয়স।
সঙ্গ-সুধা-রস
অঙ্গে অঙ্গে রমণীর, জ্ঞাত ও অজ্ঞাত সারে হয় মাখামাখি
থাকি থাকি
অর্থহীন কত প্রশ্ন রতি যে শুধায়,—
প্রমথেশ,—গান সে কি গায় ?
কি জিনিস বার বার খাইতেছে ঢকঢক করি ?
পার্ব্বতী কি এতই সুন্দরী ?
ক্রমে ক্রমে প্রশ্নে প্রশ্নে স্পর্শে স্পর্শে বিহ্বল মদন,
কেন তার অন্তরাত্মা করে গনগন—
ক্রোধে কিম্বা প্রেমের বিকারে !
প্রচণ্ড ধিক্কারে
এতক্ষণে পর্দ্দাগাত্রে নিক্ষেপিল খরদৃষ্টি-বাণ—
প্রমথেশ গোল্লায় যান,
পার্ব্বতী শ্বশুর-ঘরে বাক্যহীনা তাহারে স্মরিয়া।
মদনের অঙ্গেতে পড়িয়া,
সহসা শুধায় রতি, তুই বার ভালবাসে বাঙালীর মেয়ে ?
তার চেয়ে
দেবদাসে পতি করি কেন পালাল না ?
মদন উন্মনা।



রতিরে ঠেলিয়া দিল দূরে অকস্মাৎ—
সাংঘাতিক ঘাত-প্রতিঘাত।
লাগিতে মদন-দৃষ্টি চলচ্চিত্র-স্ক্রীনে এইবার
স্তব্ধ হ'ল প্রমথেশ, আয়ু শেষ তার।
ছলছল রতির বদন—
দেবদাস তরে নয়—ঠেলে তারে দিয়েছে মদন।
পরম মুহূর্ত্তে সেই চারিদিকে ওঠে হাহাকার।
হাউহাউ কেহ কাঁদে, নাক ঝাড়ে আর,
রুমালে ঢাকিয়া মুখ কেহ বা ফোঁপায়,
কেহ বা খুলিয়া পুন বাঁধিল খোঁপায়—
থমথম করে চিত্রা-ঘর।
বলে রতি, আর নয়। লজ্জায় শ্রীমদন জর্জ্জর।

—সতরো—

দেবদাস ম'রে গেল, অর্থাৎ মরিল প্রমথেশ।
পার্ব্বতী-বিলাপ-ধ্বনি উঠিল বঙ্গের ঘরে ঘরে,
মুহুর্ম্মুহু আর্ত্তনাদ—যেন সে বাড়বানলশিখা
স্পর্শিল মদনে আসি,—মুহূর্ত্তে সে হ'ল বিগলিত,
জ্বলিতে লাগিল যেন একখানি মধুথ-বর্ত্তিকা।
পার্ব্বতী চুলায় যাক, কি যে জ্বালা ধরাইল রতি,
অথচ সে রাত্রি হতে টিকি তার নাহি যায় দেখা—
অতি বিপরীত আচরণ!
পৃথিবীতে যেথা আছে যাহা কিছু সিনেমা-জাতীয়—
পার্ব্বতী অথবা দেবদাস,
হাস্নুহানা স্টুডিও বা শ্রীযশোদা বসু ডিরেক্টার,
'তারকা' পারুলবালা, অথবা সিনেমা-ঘর যত—
নিমেষেতে অর্থহীন হয়ে গেল মদনের কাছে;
প্রমথেশ পুড়ে হ'ল ছাই।

ও জঞ্জাল আর নয়, মনে মনে ভাবিল মদন।
আসে না রতিরা কেন ?—পিসীমাকে ডাকিয়া শুধায়।

—আঠারো—

পার্ব্বতী কাঁদছে,
কাঁদছে পার্ব্বতীরা।
বাংলার আকাশ বাতাস কিলবিলিয়ে উঠল,
শূন্যে শূন্যে ছুটে গেল একটা বরফ-শীতল হাহাকার—
'স্পাইনাল কর্ড' বেয়ে যেন একটা সিরসিরে স্পর্শ।
চমকে ফিরে চাইল বাংলার পার্ব্বতীরা,
প্রমথেশ পুড়ে ছাই হয়েছে।
তার দেহ-ভস্ম গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে উড়ছে হাওয়ায়,
পার্ব্বতীরা কাঁদছে—
কাঁদুক।
মদনকে চানকে দিয়ে রতি সেই যে কেটে পড়েছে—
মদন বেকুবের মত একা 'প্যারাগন স্টোর্সে' ব'সে শরবৎ খাচ্ছে,
ডাবের শরবৎ।
পার্ব্বতীরা কাঁদছে,
কাঁদুক।
রতি আসবে,
কিন্তু আসবে মদন একেবারে ঘায়েল হ'লে।
হয়তো এরি মধ্যে হয়েছে,—নইলে শরবৎ খাচ্ছে কেন ?
তাকে এই অবস্থায় রেখে, আসুন আমরা বিদায় নিই,
নমস্কার।

[ইতি কুমার-অসম্ভব কাব্যে প্রমথেশ-ভস্ম ও পার্ব্বতী-বিলাপ নাম তৃতীয় সর্গ]

আরব্য-উপন্যাসের দেশ

আরব্য-উপন্যাসের দেশ—
দিনের বেলায় সবাই ঘুমিয়ে রাত্রে জেগে আছে।
শ্মশ্রুতে কেশে যাদের মৃত্যুর স্পর্শ, তারা কইছে কথা,
যাদের ধমনীতে তাজা রক্ত, তারা মূক।
দিনের আলোক ঝলমল করছে, তবু আঁধার করেছে আকাশ
রকপক্ষীর পাখা।
ক্লান্ত বুড়ো রকপাখী—
রকপাখীই আগে ছিল বুলবুল, গান গাইত,
ডিম একটা পেড়েছে, কিন্তু ডিম ফুটে বাচ্চা বের হ'ল না,
আলাদিনের প্রাসাদে গম্বুজের তলায় সেটা টাঙানো।
সবাই অবাক হয়ে চেয়ে দেখছে আর 'হায় হায়' করছে—
তা দিয়ে সেটা ফুটিয়ে দেবে কে ?
কখন ঝড়ের বেগে জিন এসে পড়বে,
আকাশ বাতাস করবে তোলপাড়,
আলাদিনের প্রাসাদ যাবে মিলিয়ে।

আরব্য-উপন্যাসের দেশ—
যে কুঠরি খুলতে মানা—
চল্লিশ দিনের দিন উনচল্লিশজন একে একে সেটা খুলেছে,
কি দেখেছে বলতে পারে নি,
উনচল্লিশ দিনের ইতিহাসও নয়।
পক্ষীরাজের লাথি খেয়ে কানা চোখ নিয়ে যে যার খাটিয়ার ওপর ব'সে আছে।
তারা সন্ন্যাসী।
(কোনও মিশনের নয়।)
বুক চাপড়াচ্ছে, কপাল চাপড়াচ্ছে আর 'হায় হায়' করছে।

লোকেরা সবাই তাদের চারপাশে ভিড় ক'রে দাঁড়িয়ে—
তাদের পূজো করছে, ঘরে নিয়ে যাচ্ছে আর 'হায় হায়' করছে।
'হায় হায়' করবেও চিরকাল।

আরব্য-উপন্যাসের দেশ—
নিজের মায়ের পেটের বোনকে কুকুর বানিয়ে মারছে বেত,
(ভাইকেও মারছে এবং মারাচ্ছে।)
বেত মারছে আর চোখের জলে বুক যাচ্ছে ভেসে—
সে কি বুক!
সহচরীকে দিয়ে তারপর কুকুর-বোনকে খাওয়াচ্ছে কত কি,
আদর করছে কত!
সামনে হারুন-আল-রসীদ ছদ্মবেশে ব'সে আছে
দুই কানা ফকিরকে নিয়ে।
(মিনিস্টার নয়।)
হারুন-আল-রসীদের সঙ্গে বেত্র-ধারিণীর বিয়ে হবে,
বেত মারার মধ্যেই প্রেমের উদ্ভব।
ভাবী সম্রাট-মহিষীর জয় হউক!

আরব্য-উপন্যাসের দেশ—
আবু হোসেন বাদশা সেজে বসেছে,—
পাগল আবু হোসেন।
ঘুঁটে-কুড়ুনীর পুত্র এক রাত্রির রাজা—
(কর্পোরেশনের মেয়র নয়।)
হাতে মাথা কাটছে, মদ খাচ্ছে,
আর মেয়ে-মানুষের হল্লা।
কর্ম্মচারীরা আছে, রিপোর্ট লিখছে, বক্তৃতা লিখছে—
আবু হোসেন দু হাতে টাকা ওড়াচ্ছে।

কিন্তু হারুন-আল-রসীদের উদ্দেশ্য কি ?
বোঝা যাচ্ছে না।

আরব্য-উপন্যাসের দেশ—
সমুদ্রতীরের বৃদ্ধকে প্রথমে ভাল লেগেছিল,
তাকে কাঁধে নিয়ে সিন্ধবাদ দাঁড়াল।
(সিন্ধবাদ নাবিক নয়, ক্ষত্রিয়।)
সেই যে বুড়ো কাঁধে চেপে বসেছে—
দু পা দিয়ে চেপে ধরেছে সিন্ধবাদের গলা
তার দম বন্ধ হয়ে এল।
শিরোভূষণ আজ মাথার বোঝা হয়ে পড়েছে।
(ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আর মৃত শাস্ত্রবিধির মত।)
সমুদ্রতীরের বৃদ্ধ প্রাণপণে সিন্ধবাদের গলা চাপছে—
সবুজ মদ খাচ্ছে আর অট্টহাসি হাসছে।
তাকে বেহুঁস ক'রে মেরে ফেললেই সিন্ধবাদের মুক্তি।
কিন্তু সিন্ধবাদ নাবিক নয়, ক্ষত্রিয়।

আরব্য-উপন্যাসের দেশ—
আলিবাবা ডাকাতদের রত্নভাণ্ডার আবিষ্কার করেছে,
মোহর মাপবার কুনকেও আনিয়েছে একটা
ভাইয়ের বাড়ি থেকে ;
ভাই কাসেম দেখাদেখি রত্ন আনতে ছুটল
ভাণ্ডার খোলার মন্ত্রটা ভাল ক'রে না শিখেই।
তাই গাধা গাড়ি লরি বোঝাই ক'রে বাড়ি ফিরতে পারল না,
সিসেম বন্ধই রইল।
রত্নভাণ্ডারের দেয়ালে দেয়ালে সে হাতড়াচ্ছে—
আর প্রতীক্ষা করছে মৃত্যুর
(স্বদেশী ডাকাতিতে ধরা পড়া আসামীর মত।)

কাসেম মারা গেল।
তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে ধৈর্য্যের অভাবে কাসেম মারা গেল—
আলিবাবা সুখে ঘর করছে।
মরজিনা-আবদাল্লার বিয়েও হয়ে গেছে।
কাসেমদের সান্ত্বনা কোথায়?

আরব্য-উপন্যাসের দেশ—
ঘুমন্ত শাহজাদা আর বাদশাজাদীকে নিয়ে
পাল্লাপাল্লি চলেছে এক জিন আর পরীর।
ঘুমন্ত অবস্থায় খাটে তুলে কুমার আর কুমারীকে
তারা আকাশে উড়িয়ে নিয়ে গেল।
ঘুমন্ত অবস্থায় হ'ল তাদের অঙ্গুরী-বিনিময়,
হ'ল তাদের মিলন।
ঘুম ভাঙল যে যেখানে ছিল সেখানে।
স্বপ্নের মত একটা স্মৃতি, আঙুলে অচেনা আঙটি—
বাদশাজাদী ক্ষেপে গেল,
শাহজাদার মুখে অন্ন-জল রোচে না।
(শাহজাদা কবিতা লিখছে, বাদশাজাদী গাইছে গান—
গ্রামোফোন আর রেডিওতে,
সিনেমায় ছবিও তোলাচ্ছে হয়তো।)
কিন্তু তবুও পরস্পরকে কাছে পায় না—
দীর্ঘশ্বাসে আকাশ কালো হয়ে উঠল—
(কবিতা-গল্প-গান-উপন্যাসে মাসিক-পত্র ছেয়ে গেল,
সন্ধ্যায় হোটেল আর পার্ক হয়ে উঠল মুখর।)
কিন্তু তবুও উত্তেজনা যায় না।
অচেনা আঙটির তলায় সমস্ত কাজ চাপা পড়েছে,
পিছনের স্মৃতিতে এগনো বন্ধ হয়ে গেল—

(আগুন জ্ব'লে উঠেছে চারিদিকে—
মনসিজ আগুন জ্বালাতে জানে, নেবাতে জানে না।)
রাজ্য অচল।
আবার কবে জিন আর পরীর ষড়যন্ত্রে তাদের মিলন হবে—
রাজকুমারের হাতের পেশী হবে শক্ত,
তার চলা হয়ে উঠবে সবল,
আঙুলের আঙটি হবে সত্যি—
রাজকন্যা কোলের ছেলেকে মাই দেবে,
সহজ সুখে ঘরকন্নার কাজ করবে,
উত্তেজনা আর থাকবে না।

আরব্য-উপন্যাসের দেশ—
আরব্য-উপন্যাস কিন্তু আরব ভাষায় লেখা নাই,
প্রথম বার্টন, তারপর লেন, ফ্রেঞ্চে মার্দ্রুজ—
তার ইংরেজী অনুবাদ করেছেন ম্যাথার্স—
আমরা তাই পড়ছি
আর চোখের জল ফেলছি।

নব-বিধান

খেলছে এবার নতুন খেলা রঙ-বেরঙে মিলে,
কারো ফাটছে কপালখানা, কারো ফাটছে পিলে।
অন্দরেতে রান্নাঘরে আরসোলা টিকটিকি চরে,
দিচ্ছে নজর উঠান 'পরে শ্যাল-শকুনি-চিলে।
কইতে হবে খাঁটি কথা, জানো কিম্বা নাই জানো তা,
থাকে থাকুক বুকের ব্যথা, ধুতির কাছা ঢিলে।
বলতে হবে হেথায় ব'সে, মরিল রাম কাহার দোষে,
নইলে প'ড়ে শ্যামের রোষে মরবে তিলে তিলে।
আঁধার ক্রমেই হচ্ছে গাঢ় লুঙ্গি পর, ধুতি ছাড়—
সটান মেরে পয়সা কারো ভাগো সিমলা হিলে।

সিমলা হিলে যাবেই যদি, মুড়কি কিছু নিও,
মুড়কি খেতে খেতে সে ঠাঁই লাগবে রমণীয়।
চড়াই-উৎরাইয়ের পথে মিলবে মলম হৃদয়-ক্ষতে,
জুটিবে গোস্বামী-মতে সেবার রমণীও।
মুড়ির মায়া ছাড় যদি, মিলতে পারে রাবড়ি দধি—
কিন্তু সে ভাই মহোদধি, হঠাৎ না ডুবিও।
সে ভয় যদি থাকে তোমার সঙ্গে নিও হাফিজ ওমার,
কিম্বা রেখো দান্তে হোমার কাব্য রবীন্দ্রীয়।
নতুন-ওঠা বাঁধা-কপি— "আত্মকথা" দু' এক কপি,
একটি ইয়ে পাও যদ্যপি—হোক না পরকীয়।

মোটের ওপর ভরসা ক'রে থেকো না কলকাতায়—
সবারই মতলব এখানে পরের কি ধন হাতায়!
তুমি যদি তেমনই পার দফা নিকেশ করতে কারো,
হোক ভুটিয়া, হোক না গারো, হাত বুলিয়ে মাথায়।

তবেই থেকো কলকাতাতে, কলম কিম্বা কাঁচি হাতে
থাকলে থেকো দুধে ভাতে পরের দেওয়া ভাতায়।
নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া রীতি নয় এ যুগে করা,
মাথা আপন এগিয়ে ধরা অন্য কারো ছাতায়—
সামলে চলার এই তো বেলা, খুলে দাও স্বদেশী মেলা,
ক'র না ভাই অবহেলা শেষটা চাঁদার খাতায়।

এখন কিন্তু চলবে না আর নিছক কলম পেষা,
আস্তাবলে বৃংহিত চাই, হাতীশালায় হ্রেষা।
কিছু একটা পেটেন্ট ওষুধ, খাটিয়ে টাকা ওঠাও না সুদ,
গোধন রেখে বেচহ দুধ, রইবে না দিন এসা ;
আসলে সুদিন পদ্য লিখো, মাতিয়ে তুলো দিক-বিদিক্‌ও,
নাচতে শিখো, গাইতে শিখো, টানতে কাচিৎ নেশা।
আজকে শুধু কলম পিষে রবীন্দ্রনাথ পান না দিশে,
কোন্‌টা সোনা কোন্‌টা সীসে বুঝবে বল কে শা—
খাঁটির খাতির নাই একালে, মেশাও আতপ উষ্ণ চালে,
ঘিউ দিও না অড়র ডালে চর্ব্বি থাকে মেশা।

হঠাৎ সবই নূতন দেখি শ্যাওলা-ধরা ভবে,
নীলাকাশের তারার ওপর ট্যাক্স বসানো হবে।
একটু চেয়ে ত্যারছা চোখে, ভাব লাগানো দূরের শোকে
চলবে না আর, কাছেই ধোঁকে কাছের কুকুর সবে।
তাদের কথা লিখে লিখে হালকা কর হৃদয়টিকে,
নগদ মূল্য পাঁচটি সিকে মিলতে পারে তবে।
তোমার আমার কিই বা ক্ষতি, স্বর্গলোকে কোন্ সে সতী
করল কটা উপপতি চাঁদনী রাতে কবে!
সামনে আছে পুকুর ডোবা, কুমোর নাপিত এবং ধোবা,
নাই দেখিলাম তারার শোভা জ্যোৎস্না-উজল নভে।

আসল কথা, নববিধান ঘটল নূতন বিলে—
তফাৎ ক'রে রাখতে হবে নোড়া এবং শিলে ;
সেন্সাসেরই শাসন মেনে ধুতির কাছা ফেললে টেনে,
টিকি ছেঁটে রাখলে হে নূর বাঁচবে কুলে-শীলে—
ঢেউ উঠেছে শুকনো ডাঙায়, পানসী চলে নিকে-সাঙ্গায়,
অচল টাকা সবাই ভাঙায় বামুন কোলে ভীলে।
দেঁতো হাসি হাসছে সবাই, হচ্ছে বলি, হচ্ছে জবাই,
কলম নিয়ে আমরা ক ভাই করছি যত লীলে,
কিছুই দাদা টিকবে নাকো, শিকেয় সবই তুলে রাখ,
খাকী-খেঁকী আসছে লাখো, ফেলবে সবই গিলে।

নরম মাটি

(রামচন্দ্রের প্রতি)

দাদা, পত্নীর সাথে বল বল মোরা প্রেম করি কোন্ ধাঁচে—
অনশন ক'রে তুমি ক'রে দিও স্থির,
কুমারটুলির কুমোর পুতুল গড়িবে সে কোন্ ছাঁচে,
দেবতার ভোগে লাগিবে ছানা না ক্ষীর—
বাঙালী-জনের ইত্যাদি দাদা, আছে সমস্যা বহু,
তার লাগি কেন তুমি কেঁদে মর, ডাল পৈতৃক লোহু ?
দুধ-ঘি-সেবিত ও বরঅঙ্গ—একি পণ তব ধনুর্ভঙ্গ ?
প্রাণ পণ একি, না ধন মাড়োয়ারীর ?

সারা এ ভারতে মার পীঠ দাদা, আছে একান্নখান,
বেহার, মারাঠা আছে, আছে জয়পুর।
সব ছেড়ে দিয়ে তোমার এমন কালীঘাটে কেন টান ?
নিকট ছাড়িয়া কেন এলে এতদূর ?
অকারণ যদি জীবহত্যার বেদনা বাজে ও বুকে,
শক্ত করিয়া এস দুই চারি কসাইখানায় ঢুকে।
পূজা-বলিতেই আপত্তি যদি, বলির মাংস খাই নিরবধি,
আখ বলি দেবে ? আখ হতে হয় গুড়।

বিরলা ব্রাদার্স মূলচাঁদ আদি এখানে বেঁধেছে ডেরা,
গঙ্গাতীরের এবং নরম মাটি,
তাই মনে বুঝি ভেবেছ এ ঠাঁই সকল ঠাঁইয়ের সেরা—
মারিলে এ শিরে ফিরিয়া খাবে না চাঁটি ?

নেতা উপনেতা শুনেছ সকলে হেথায় অর্থে বশ,
মহাত্মা নাম কিনে তুমি তাই কিনিতে কি চাও যশ ?
কোরবানি যদি করিতে বন্ধ, আরো যশ হ'ত নাহিক সন্দ,
সেথা অনশন সত্য—যেথায় আগলানো সব ঘাঁটি।

বেদের আমল হইতে যে পাপ গ্রাসিল এ জাতিটারে,
যে পাপ সহিল বুদ্ধ ও মহাবীর,
পাঁঠার মতন চোখ বুজে যারা মার খায় বারে বারে,
পাঁঠার দুঃখে সে চোখে এনো না নীর।
রক্ত দেখিয়া তবু যদি এরা একটু সজুত হয়,
যত বলি দাও জাতির এবং পাঁঠার নাহিক ক্ষয়।
বলি দিতে দিতে যদি একদিন—জাগে মহাকালী নিদ্রাবিলীন,
সেদিন এ বলি সার্থক বাঙালীর।

প্রাইভেট টিউটর

আন্নাকালীর দোসরা মেয়ে পান্নাময়ী ঘোষ,
চড়া গলায় কইত কথা এইটুকু তার দোষ।
সন্ধ্যাবেলায় খোলা ছাদে খেলত দড়ির খেলা,
ক্বচিৎ কখন ঝিয়ের কাছে শিখত লুচি-বেলা ;
মাস্টারেতে পড়িয়ে যেত সকালবেলায় এসে ;
মাইনে নিত ? শুনতে পেতাম নিছক ভালবেসে
লেশন দিত বি. এ., বি. টি. নবজীবন হেশ ;
কেউ জানে না বাঁকড়ো ঢাকা কোথায় তাহার দেশ।
ষোল বচ্ছর কাটিয়ে দিল প্যারাডাইজ লজে
মির্জ্জাপুরে ; দর্জ্জিপাড়ায় আসত পদব্রজে—
ক্বচিৎ কখন ট্রামে চেপে, সঙ্গে নিয়ে ছাতি ;
পান্না বলত, জঙ্গীপুরের রাজার বাড়ির হাতী।

যাক সে কথা, হেশ মহাশয় বিষম সর্ব্বনেশে—
মেসের খেয়ে ষোল বছর কাটিয়ে দিলেন হেসে।
দেশে যাওয়ার নাইকো বালাই, নেহাৎ ব্যাচিলার—
ছাত্রী পড়ান, ছাত্র পড়ান, জীবন চমৎকার।
উল্টাডিঙির ইস্কুলে কোন্ মাস্টারিটাও আছে,
একটু আধটু লেখা—হেম কি নবীন সেনের ধাঁচে ;
এমনই ধারা জীবন কাটান নবজীবন হেশ,
পান্নাময়ী ঘোষের টিচার হলেন অবশেষ।

কেই না চেনে মিড্‌ওয়াইফ আন্নাকালী ঘোষে—
সামনে গেলে পেটের ছেলে বেরিয়ে আঙুল চোষে।
পাড়ার সকল ছেলে বুড়ো কাঁপত তাঁহার দাপে ;
একবার কোন্ সাপ্তাহিকে তাঁর নামে কি ছাপে—

স্বয়ং তিনি হাজির হয়ে ধরেন এডিটারে,
একুশ দিনে ভদ্রলোকের জ্বরবিকার ছাড়ে।
আন্নাকালী ঘোষের ছিল দুইটি মাত্র মেয়ে ;—
মান্না বড়, সুখেই আছেন শ্বশুর-বাড়ির খেয়ে ;
বিয়ে ক'রে জামাই পেলেন দশটি হাজার টাকা,
ডাক্তারি-পাস—জীবনটা তাঁর নয়কো নেহাৎ ফাঁকা।
বড় একটা বউকে তাঁহার পাঠান না মার কাছে ;
পান্নাময়ী এখন মায়ের কোলটি জুড়ে আছে।

বয়স তাহার উনিশ হ'ল, ফার্স্ট ইয়ারে পড়ে,
হেশ মহাশয় একটি বেলা পড়ান তারে ঘরে।
নিন্দুকেরা মিথ্যা বলে, মাইনে নিতেন তিনি,
সেদিক দিয়ে আন্নাকালী ভীষণ গরবিণী।
হেশের দিকে দিন দশ বেশ নজর রেখে কড়া
খুশিই ছিলেন, লোকটি ভাল, পড়া এবং পড়া
ছাড়া কিছুই জানে নাকো—নেহাৎ সাদাসিধা,
দেখে শুনে মায়ের মনে ঘুচল সকল দ্বিধা।

সেদিন ঠিক সকালবেলা, বেলা আটটা হবে,
স্নান সারিয়া পান্নাময়ী ফুলের গাছের টবে
দিচ্ছিল জল, কোমর ছুঁয়ে দুলছে এলোকেশ,
এমন সময় হস্তে ছাতি নবজীবন হেশ
হাজির হলেন, হঠাৎ কেমন লাগল চমক মনে—
আলোর পরশ প্রথম যেন ঘন নিবিড় বনে ;
প্রথম পুরুষ প্রথম নারীর প্রথম পেল দেখা।
এই শ্রীমতী পান্নাময়ী ? ছ্যাবলা, বাচাল, ন্যাকা—
এক নিমিষে বদলে গেল সবই পূর্ব্বাপর,
রোমশ হেশের বুকের মাঝে জাগল প্রেমিকবর।

হঠাৎ ফেললে ভালবেসে, বললে, এই যে পানু !
মন বললে, তুমিই রাধা, আমিই তোমার কানু।
মুহূর্ত্তেকে বদলে গেল বিপুল বপুটাও—
নোভারো কি ভ্যালেন্টিনো কিম্বা বাজীরাও।
চমকে উঠে পান্না ভাবে, এ আবার কি ঢঙ !
গোল যা ছিল হঠাৎ যেন তাই হ'ল অব্‌লঙ।
বললে, আসুন, মাস্টার মশায়, মা গিয়েছেন কলে।
রাধার পিছু পিছু কানাই ঢুকল গিয়ে হলে।

সেদিন হতে পড়ার ধারা বদলে দিলে হেশ ;
রবিবাবুর 'চোখের বালি', আর 'পথনির্দ্দেশ',
'বড়দিদি' আর 'পরিণীতা' শরৎবাবুর বই—
হঠাৎ উড়ে গেল হেশের প্রেম-মরায়ের ছই,
বেরিয়ে এল গোলাজাত অনেককালের প্রেম—
কেউ পায় নি নাগাল যাহার ; ভাষা নবীন হেম
মাইকেলেরও হার মেনে যায়, হার মানে নজরুল।
কোন্ ফাঁকে হেশ কেটে নিলে পান্নাময়ীর চুল
একটি গোছা, বসল গিয়ে লিখতে চুলের গাথা।
বৃন্দাবন সে হায় কতদূর, নেহাৎ এ কলকাতা।

চলে এমনই প্রেমের পড়া, দিন যে চ'লে যায়,
পান্না হ'লেও যুবতী সে, ছাত্রী হ'লেও হায়।
ধীরে ধীরে মনে তাহার প্রেমের ছোঁয়াচ লাগে,
রাঙিয়ে ওঠে দেহ ও মন নবীন অনুরাগে,
চোখের হাসি কেড়ে নিলে মনের চপলতা,
মুখের হাসি রুধল হঠাৎ বুকের গোপন কথা।
প্রেমের কথা শুনে পান্না আনমনে কি ভাবে,
ক্বচিৎ কখন অকারণেই নয়নে জল নাবে।



সাইকলজির বই পড়ে আর হেশ দেখে, বিলকুল
সব লক্ষণ যাচ্ছে মিলে—জয় পান্নার চুল।

সত্যি কথা, পান্না পড়ল বিষম ভালবাসায়,
খবর তাহার উঠল ফুটে চোখে মুখে নাসায়।
কিন্তু হায় রে, প্রেমের পাত্র নবজীবন নয়,
পাশের বাড়ির মেজো ছেলে বসু জীবনময়।
ল পাস ক'রে চন্দ-হৌসে অ্যাটর্নিশিপ পড়ে,
দেখতে শুনতে খাসা ছেলে, ঘরে এবং পরে
সবাই বলত, এমন ছেলে লাখে একটা হয়।
লেখাপড়া ক্রিকেট হকি সবের সমন্বয়
করেছিল, তার ওপরে তাহার খেয়াল গান—
যেমন তাহার মীড়, তেমনই সুরেলা তার তান।

আন্নাকালী কিন্তু নিজে ছিলেন বিষম রেগে
বসু-গুষ্টি সবার ওপর, মামলা একটা লেগে
দেওয়াল নিয়ে চলেছিল বছর আড়াই তিন।
বসুরাই তো জিতেছিল। ছ্যালের উপর টিন
লাগিয়ে দিয়ে আন্নাকালীর যায় নি তবু রাগ,
শোধ তুলবেন ছিল মনে একটু পেলে বাগ।
পান্নাময়ী জানত মায়ের সর্ব্বনেশে পণ,
নইলে পরে তাঁকেই ব'লে দেখিয়ে দিনক্ষণ
শুভকর্ম্ম পারত হতে, এখন অসম্ভব—
এভারেস্টের ওপর চড়ার চাইতে কঠিন 'জব'।

উপায় তবে? সন্ধ্যেবেলায় পোষা ঝিয়ের হাতে
চিঠি একটা; অবাক জীবন, উঠল গিয়ে ছাতে,
টপকে রেলিঙ বললে, তুমি পাগল হ'লে নাকি?
পান্না হেসে বললে, এখন একটু আছে বাকি।

জীবন অতি মডার্ন ছেলে, শিভাল্‌রাসও বটে,
অনেক কিছু দেখেছেও ছায়াছবির পটে,
বাপকে বড্ড ভয় তবুও, হবেন নাকো রাজি,
প্রসঙ্গ উত্থাপনেই বলবেন, বেরোও বেটা পাজী,
ধাইয়ের মেয়ে পুত্রবধূ? বসু-বংশে কভু
চলবে না তা। স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাৎ তবু—
এবং পান্না, অনেকদিনের অনেক তপস্যায়
যখন তখন ছাতে আলসেয় দাঁড়িয়ে থাকা ঠায়,
লুকিয়ে দেখা, ইসারাতে কলের ঘরে গান,
সাইকেলেতে পিছন নেওয়া যেদিন গঙ্গাস্নান।
দুজন মিলে পরামর্শ চলল অনেকক্ষণ—
পান্না বলে, সায়ানাইড। ধমকে, 'বিলক্ষণ'

বললে জীবন, রবিন্‌হুডরা মরে নি সব্বাই।
পান্না বলে, বংশগর্ব্বে ছাই দিয়ে কাজ নাই।

পরামর্শ বিষম তর্কে ঠেকল যখন এসে,
পান্না একটু কাঁদল এবং জীবন ভালবেসে
চোখ দুটি তার মুছিয়ে দিলে দিয়ে কোঁচার খুঁট।
ঐ যা, মায়ের পায়ের শব্দ! হাইট তিরিশ ফুট—
হোক না জীবন, ম'রে গিয়ে গুঁড়িয়ে যাবে হাড়—
ছাতের সিঁড়ির দশটা ধাপ আর, হলেন ব'লে পার!
বলেন, একা করিস কি তুই, নিঝুম নিশুত রাতে?
এক লাফেতে উঠল জীবন চিলে-কোঠার ছাতে।
দোতলাতে নামলে তবেই পার হওয়া যায় গলি;
একমাত্র উপায় বুঝি ঢালাই লোহার নলই।

মায়ে ঝিয়ে নামল নীচে, ছাতে পড়ল খিল,
ভয়ে এবং দুর্ভাবনায় মুখটি মেয়ের নীল।
আন্না বলেন, অসুখ কি তোর? শুবি আমার ঘরে?
কখন কি হয়, ভয়ে পান্না কাঁপছে থরথরে।
ঘুম আসে না, চুপটি ক'রে কান পাতিয়া শোনে,
ঘুমিয়ে কখন পড়বে যে মা, সেকেণ্ড মিনিট গোনে।

হঠাৎ একটা আর্ত্তনিনাদ, বিষম গণ্ডগোল
বসু-বাড়ির আঙিনাতে, ভিরমি গেছে তোল।
চোর চোর রব, দুড়ুমদড়াম খুলতে থাকে দোর;
বসু-বাড়ির নতুন বধূ সেই দেখেছে চোর,
আন্নাকালীর বাড়ির ছাতে দেখায় আঙুল তুলে।
ঘৃণায় ভয়ে লাজে পান্না ছিঁড়তে থাকে চুলে।

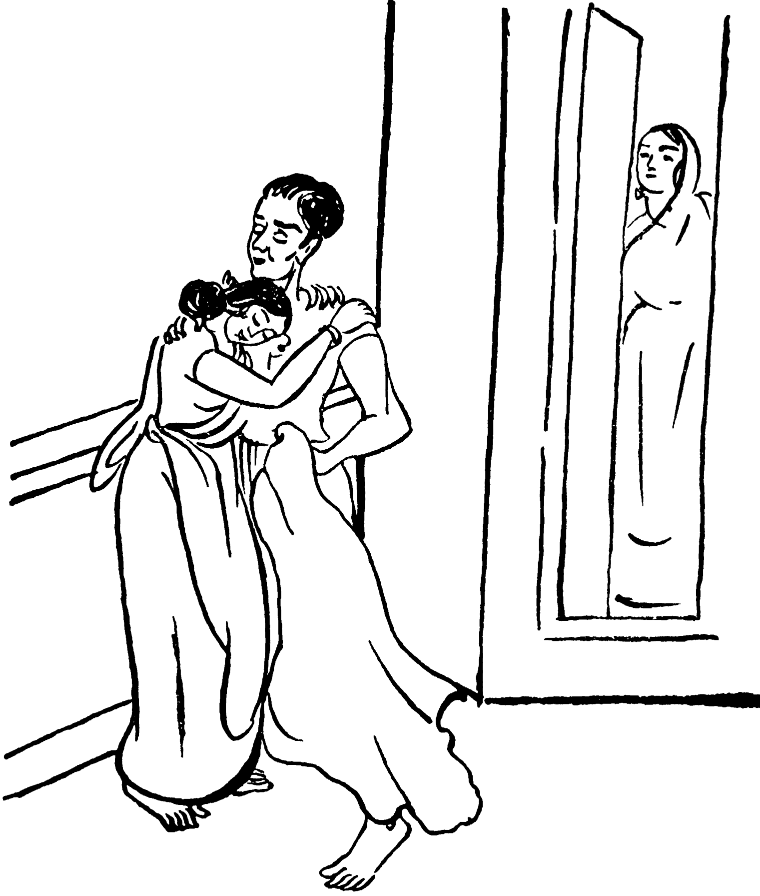
মাও তখন লাফিয়ে উঠে লাগিয়ে দিলেন হাঁক,
চাকর-বাকর ছোটাছুটি, বীটের পুলিস ডাক।
বসু মশায় স্বয়ং এলেন থাকুক রেষারেষি,
জীবন ভাবে লম্ফ দিয়েই মরবে শেষাশেষি।
ভয়েতে হিম পান্নাময়ীর চক্ষে নাহি জল ;
কোথায় ব্যাটা হারামজাদা ! বাগিয়ে নিয়ে দল
বসু চলেন আগে আগে, নাইকো আলো হাতে,
পিতা এসে স্বয়ং পুত্রে ধরেন হাতে-নাতে।

অবাক কাণ্ড, মনে হ'ল স্বপ্ন দেখছে সবে,
কথাটি নেই, হঠাৎ বসু 'তবে রে' এই রবে
টানতে টানতে জীবনময়ে নিয়ে এলেন নীচে।
ভ্যাবাচ্যাকা আন্নাকালী এলেন পিছে পিছে।

তারপরেতে লাগল কোন্দল—বসু মিসেস ঘোষে।
হারামজাদী ডাইনি মাগী, বলেন বসু রোষে,
গুণ করেছ, আমার অমন সোনার টুকরো ছেলে !
আন্না বলেন, চুপ মিন্সে, দোব এখন জেলে,
বাঘের ঘরে তোমার ছেলে বাঁধবে ঘোঘের বাসা,
ঝ্যাঁটা মেরে ভাঙব না এই লুকিয়ে ভালবাসা !
কোথায় ছুঁড়ী ? পান্নাময়ী কাঁদছে যে শয্যায়,
না ম'লে এই লজ্জা থেকে বাঁচাই হবে দায়।

•

ঝড়ের রাত্রি প্রভাত হ'ল, নবজীবন হেশ
উদয় হলেন, আন্নাকালী তাকেই ধ'রে বেশ
শুনিয়ে দিলেন দু চার কথা। পড়ার দোষেই তার
ঘটল এসব। হেশ বললেন, হবেও বা, একবার



দেখতে তারে পাই না আমি ? বলেন মিসেস ঘোষ,
মিথ্যা দোষী অন্যে করি, আমার কপাল-দোষ।
ওপরে যান আপনি, পান্না শোবার ঘরে আছে।

রূঢ় আঘাত—হেশের হৃদয় লৌহ-গলা আঁচে
দগ্ধ হয়ে থাকল যেন চাট্টিখানি ছাই,
রঙ চটিয়া কয়লা-কালো সারা জগৎটাই।
শুধায়, পানু, তুমি কি তায় বড়ই বাস ভাল ?
পান্না বলে, মাস্টার মশাই, চোখে বড্ড আলো

লাগছে আমার, বন্ধ করুন জানলাটা এক্ষুনি।
আধ-আঁধার ঘরে পরের প্রেম-কাহিনী শুনি
নবজীবন হেশের মনে গভীর ব্যথা জাগে ;
মনে মনে পণ করিলেন, মূল্য যতই লাগে,
জীবনময় আর পান্নাময়ীর ঘটিয়ে দেবেন মিল—
কিছু না থাক, নবজীবন হেশের আছে দিল।

জীবনময় সে পড়ার ঘরে ডুব দিয়েছে কবে,
বাইরে তারে যায় না দেখা, পান্না ফুলের টবে
সন্ধ্যে সকাল আপনি তুলে আপনি ঢালে জল।
কে জানে হায়, আকাশ জুড়ে তেমনই তারা-দল
আজো উঠছে কি না! দিনে কলেজ শুধু যায়,
উপচে ওঠে নাকো জীবন কোনই কিনারায়।

কি যে থাকে কাহার মনে! নবজীবন হেশ,
বদলে গেল হঠাৎ তাহার চলন-বলন-বেশ—
গোঁফ-দাড়ি সব চাঁচাছোলা, বাইরেতে ফিটফাট,
সাহেব-বাড়ির কোটের নীচে কফ-লাগানো শার্ট ;
একটি দিনে বদলে গেল—সে মানুষ আর নয়,
পড়ার শেষেও ছাত্রী-বাড়ি থাকেন ঘণ্টা কয়।
কল ফেলিয়া ঘরেই এখন থাকেন মিসেস ঘোষ,
মেয়ের কথা গেছেন ভুলে, ক্ষমার্হ তার দোষ।
চা খাওয়ানো নিজের হাতে নবজীবন হেশে—
অবাক দেখে ঝি-চাকরে, পালায় মুচকে হেসে।
পড়ার সময় পান্নাময়ী ফ্যালফেলিয়ে চায়,
কোথায় কি যে গোল ঘটেছে বোঝা এসব দায়!
বাবার চালে চলতে চাহে নবজীবন হেশ,
আদর ক'রে বলেও, পান্না, জীবন ছেলে বেশ।

বলতে গিয়ে বুকের ভিতর কি যে তাহার হয়,
আর কেউ না জানুক, নিজে জানেন দয়াময়।

আন্নাকালী ঘোষের ক্রমে বদলে গেল চাল,
মাস্টারের আজ নেমন্তন্ন, নিজেই রাঁধেন ডাল;
আদর ক'রে মেয়েয় ডেকে শেখান চাটনি রাঁধা,
অসময়ে কেনেন নিজে ফুল কপি আর বাঁধা।
শাড়ি পরেন কেশোরামের চওড়া রাঙা পাড়,
পারতপক্ষে এখন তিনি হন না ঘরের বার।
মুখখানি তাঁর হয়ে আসে কচি মেয়ের মত
কখনও বা চটুল চপল, কভু লজ্জানত।

পড়ার টাইম বদলে গেল, রাত্রে আসেন হেশ—
ত্রিশ বছরের ছোকরা যেন, মনোমোহন বেশ।
পড়ার শেষে পান্নাময়ী দুয়ারে দেয় খিল;
ঘোষে হেশে গল্প চলে, বাড়ে বিজলি-বিল।
নবজীবন বলে, ছাদে একটা চাই যে ঘর।
আন্না বলেন, মিস্ত্রী লাগাই, কিন্তু তাহার পর?

কাছ ঘেঁষিয়া হঠাৎ হেশের বসেন মিসেস ঘোষ:
মেয়ের বিয়ে না দিলে আর সবাই দেবে দোষ,
বলেন হেসে নবজীবন, মোদের ইয়ের আগে।
আন্নাকালী দু হাত তাঁহার ধরেন অনুরাগে।

ডাক পড়িল এন. সি. পালের ম্যারেজ-রেজিস্ট্রার,
নোটিশ একটা দু দিন পরে চুপসে হ'ল বার—
পান্নাময়ী ঘোষের সঙ্গে জীবনময় বসুর
বৈধ বিয়ে, নবজীবন হবেন ভাবী শ্বশুর

এবং করবেন বন্দোবস্ত সর্ব্ববিধ কাজের ;
লুকিয়ে জামাই আনতে ঘরে মাথা খেয়ে লাজের—
আন্নাকালী পারবে নাকো করতে সে কাজ নিজে,
জামাই-মেয়ের প্রেমের কথায় মন যদিও ভিজে।

সুখেই আছেন দর্জ্জিপাড়ার বসু বিষ্ণুতারণ,
নবজীবন হেশকে শুধু করেন নিকো বারণ
আসতে তাঁহার বাস্তুভিটায়, সেই হয়েছে ভুল।
লখিন্দরের লোহার ঘরে ফুটো একটি চুল,
সেই পথেতেই ঢুকল এসে ভীষণ সে কালসাপ।
ছেলে করবে লুকিয়ে বিয়ে, সুখে ঘুমান বাপ।
চটলে তিনি অবিশ্যি আর নাইকো বিশেষ ক্ষতি,
দশটি হাজার নগদ টাকা এবং অনুমতি
সদ্য দিলেন আন্নাকালী—সে সব বিয়ের রাতে
রেজেস্টারির সঙ্গে আসবে জামাই-মেয়ের হাতে।

লুকিয়ে তবু ঘটা ক'রেই ঘ'টেই গেল বিয়ে।
তার পরেতেই হেশের এবং মিসেস ঘোষের ইয়ে—
সেই রকমই কথা ছিল ; কিন্তু হঠাৎ হেশ
মির্জ্জাপুরের মেস ছাড়িয়া কোথায় নিরুদ্দেশ !

শ্রীমতী কুঞ্জ দেবী

নেবুবাগানের কুঞ্জ, অধুনা কুঞ্জি সে বাড়িউলি,
বিশ বছরের ব্যবসার শেষে হঠাৎ সেদিন প্রাতে
দেবতার কাছে পাইল প্রত্যাদেশ।
ক্যাঙারুর মত ঠ্যাঙ ফেলে ফেলে অশুচি বাঁচায়ে পথে--
পরনে গরদ—কানা-খোঁড়াদের মুঠো মুঠো চাল দিয়ে
ফিরিতেছিল সে গঙ্গা-সিনান সারি।
বাঁশবেড়ে থেকে নয়া-আমদানি পটলিও ছিল সাথে,
বয়স এগারো তার—
কুঞ্জ তাহারে বাঁচাইয়া চলে 'ডানে'র নজর থেকে—
ডান সে পুলিস এবং—এবং যাক।
আসিতেছিল সে বউবাজারের পথে—
বাঁয়ে ফুটপাথে ফিরিঙ্গী কালী-বাড়ি,
প্রণাম সারিয়া ভীষণা কালীরে হঠাৎ তুলিতে মাথা,
বহু-মাথা-খাওয়া মাথা তার গেল ঘুরে।
স্পষ্ট শুনিল, শুনিল কুঞ্জবালা—
বের-করা জিব ভিতরে না টেনে মা কালী বলিল তারে
পরম আদরে অতি স্নেহময় স্বরে,
ক্ষ্যামা দে কুঞ্জ, বহু পাপ তুই করিলি বছর বিশ,
বহু ঘর ভেঙে জমালি অনেক টাকা ;
এখনও সময় আছে,
কথা শোন মোর, সব পাপ যাবে ধুয়ে,
সতী-গৌরবে মাথা তুলে ফের দাঁড়াবি ধরার বুকে।

সেদিন প্রভাতে গুরুগুরু বুকে শুনিল কুঞ্জবালা,
মূর্চ্ছা বাঁচায়ে শুনিল সে ভীত প্রাণে

মায়ের প্রত্যাদেশ—
শুনিল না কেহ আর।
ট্রাম বাস আর উড়েদের দল তেমনি চলিল পথে,
প্রতিদিন প্রাতে যেমন চলিয়া থাকে।
ঝাঁকা-মুটে চলে, ছুলিত-চামড়া পাঁঠা ও খাসীর দল
সমানে ঝুলিয়া রহে ;
পটলি কিছুই বুঝিতে না পেরে মা কালীরে গড় করে।
পড়িতে পড়িতে প্রত্যাদেশের সামলিয়ে নিয়ে টাল,
রিক্‌শয় চেপে পটলির সাথে কুঞ্জ ফিরিল ঘরে,
নেবুবাগানের দেড়তলা সেই পুরাতন বাড়িখানি।

দশ বারো দিন পরে,
বাড়ি বেচে দিয়ে নেবুবাগানের প্রবীণা কুঞ্জবালা,
শীতের প্রভাতে কুয়াশার মত হঠাৎ উধাও হ'ল—
হাওয়া হয়ে গেল ঠিকানা কোনো না রেখে,
পৌষের শেষে পটলের মত পটলি লোপাট হ'ল।

শ্যাম-স্কোয়ারের ঠিক উত্তর দিকে—
চোখ রগড়িয়ে একদিন ভোরে প্রতিবেশী সব দেখে,
বহুকাল-খালি নবীন ঘোষের রঙচঙে বাড়িখানা
নড়িয়া চড়িয়া বসে যেন পাশ ফিরে !
ঘোর-লালপাড় গরদের শাড়ি কার্নিশ ধ'রে ঝোলে,
চাকর-বামুন-ঝির কোলাহল-মাঝে
অতি সংযত নারী-কণ্ঠের আদেশ ভাসিয়া আসে।
পাশের বাড়ির কুতূহলী কোনো রসিক ছোকরা দেখে—
আলিসার পথে চেয়ে দেখে উঁকি মেরে,
আসন পাতিয়া দখিন বারান্দাতে

পট্টবসনপরিহিতা নারী করিছে চণ্ডীপাঠ—
নেবুবাগানের বাড়িউলি নয়—শ্রীমতী কুঞ্জ দেবী।

শ্রীমতী কুঞ্জ পেয়েছে প্রত্যাদেশ—
সক্ষম যত পুরুষ বাংলা দেশে
বিবাহধর্ম্মে পতিত হইয়া কুমার রহিয়া গেল,
বিয়ে না করিয়া র'য়ে গেল আইবুড়ো—
তাদের কাহারো ধর্ম্মরক্ষা করিতে সে নারে যদি,
এক নারী হয়ে একটি পুরুষে গৃহী না করিতে পারে,
নারীর ধর্ম্মে, কুমারী-ধর্ম্মে পতিত হইবে সে যে,
সতীর মহিমা হারাবে যে চিরতরে।
মা কালী তাহারে স্বয়ং গেছেন বলি—
বাছা বাছা যত পাকা আইবুড়ো তাদের কারেও ধরি,
বিবাহ-ধর্ম্মে দীক্ষিত করি ধর্ম্ম রাখিতে হবে,
নতুবা বিগত বিশ বছরের বহুজন-ঘাঁটা পাপ
অনন্ত কাল চাপিবে তাহার শিরে।
সহজে এ ব্রত না হ'লে উদ্‌যাপন
সাধিতে হইবে ছলে বলে কৌশলে,
তাতেও না হ'লে শেষ পথ—অনশন।

চণ্ডীপাঠের অবকাশে বসি শ্রীমতী কুঞ্জবালা—
যত্নে রচিত তালিকাটি ল'য়ে হাতে
বাছিতে লাগিল মনোমত পতি বহু বিবেচনা করি।

আচার্য্য পি. সি. রায়—
পূজ্য অতীব, না হবে যোগ্য পতি।
পত্নীসুলভ চপলতা তাঁর সনে
কিছুতে চলিবে না যে।

বিবাহ-ধর্ম্ম ঠেকিবে আসিয়া খদ্দরে বন্যায়,
যদিবা না ঠেকে রসায়ন-বিজ্ঞানে।

কথার শিল্পী শরৎচন্দ্র, তিনি
অতি লোভনীয় পাত্র যদিও তবু
কঠিন হইবে ঘর করা তাঁর সাথে।
গৃহস্থ-প্রেম-নমুনা যা আছে তাঁহার উপন্যাসে,
সতী রমণীরা যে ভাবে তাদের পতিদের সম্ভাষে—
এ বয়সে অতি কঠিন হইবে সে ভাষা কবলে আনা,
লজ্জা করিবে তার।

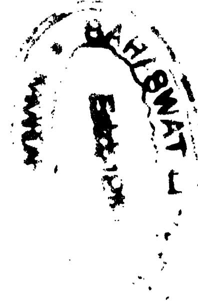
দরদী বিধান রায়,
দরদী হ'লেও ডাক্তারি ক'রে ঘাঁটা পড়িয়াছে মনে ;
রাতদিন তাঁর 'কল'—
মনখানি তাঁর জুড়িয়া রয়েছে শিলং ও পলিটিক্স।

সুভাষচন্দ্র, দূরদেশে তিনি, আসিবেন অচিরাৎ
কাগজে দেখি না কোনই সম্ভাবনা।
নির্দ্দয় ইংরেজ
একটি নারীর পরম ধর্ম্মে অন্তত সাধে বাদ ;
বাদ সাধে যথা মিশন অনেকগুলি—
পুরুষ-ধর্ম্ম ভুলায়ে পুরুষে করিয়া অন্যব্রতী।

এরই মাঝখানে রহিয়া রহিয়া জাগে কুঞ্জের মনে,
শ্রেষ্ঠ পাত্রে ছোঁয়াইয়া বুড়ি, বিধি করে বরবাদ
কবিগুরু আর শ্রীনলিনী আর গৃহী দুই চারি জনে,
অতি অকারণে বেহাত করিল বিধাতা সে বেদরদী।

ভাবিতে লাগিল তালিকা হস্তে শ্রীমতী কুঞ্জবালা
পণ্ডিচারীর দিলীপ রায়ের কথা।
তার মাথাখানি কবে খেয়ে গেছে যত রাগ-রাগিণীরা,
বাকিটুকু খেল ছন্দ ও কবিতায়—
পণ্ডিচারী সে অনেক যোজন দূর।

শ্রীউদয়শঙ্কর—
নাচ ছাড়া আরো রয়েছে অনেক বাধা।



বারীনদাদাও সেদিন মাত্র দেছেন ধর্ম্মে মতি।

একে একে একে সবে ক্যান্‌সেল করি
রয়ে গেল বাকি একটি মাত্র নাম,
সেই নাম হ'ল কুঞ্জের জপমালা।
ঝুনো আইবুড়ো সম্পাদক সে দৈনিক কাগজের,
অনেক ভাবিয়া লিখিল কুঞ্জ তাঁরে পরিণয়-লিপি।
লিখিল, তোমার লাগি
নারী-চিত্তের শতদল মোর ফুটেছে অকস্মাৎ,
তুমি তারে লও তুলি,
সার্থক কর তব উপাধির মর্য্যাদা তারে দিয়ে।

ক্ষেপিল সম্পাদক।
লিখিল জবাব—অতীব রূঢ় সে ভাষা,
অতীব স্পষ্ট এবং অতীব প্লেন,
ছাপার যোগ্য নহে।

শ্রীমতী কুঞ্জবালা
বার দুই আরো চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হইল যবে—

ব্যর্থ হইল পাঠায়ে দালাল নামজাদা কয়জনে,
মানিয়া প্রত্যাদেশ
সম্পাদকের অফিসে আসিয়া অনশন করে সুরু।
অটল রহিল তবুও সম্পাদক
হোটেল, গল্প, লীডার লেখায় মেতে।
নাহিক খেয়াল কে কোথায় তার লাগি করে অনশন,
কার তপস্যা তাহারে কামনা করে।
অনশন করে শ্রীমতী কুঞ্জ, কেটে যায় একদিন,
দরদী জনের সহসা টনক নড়ে;
খবর ক্রমেই রটিয়া গেল যে খবরদারির চোটে।
শ্রীবোলপুরেতে পহুঁছিলে সংবাদ
কবি রবীন্দ্র বসিতেন ধ্যানাসনে।
সম্পাদকের ধৃষ্টতা স্মরি রাগেতে যেতেন জ্ব'লে,
স্বস্তি কবিতা ফেলিতেন লিখি শ্রীমতী কুঞ্জে নমি।
লিখিতেন যাহা এই—

সাধ্বী কুঞ্জবালা দেবী

আত্মঘাতী কৌমার্য্যেরে করিতে ধিক্কার
হে সাধ্বী জীবন দিতে চাহ আপনার।
তোমারে জানাই নমস্কার॥
রিরংসাতে দগ্ধ হয়ে সংযমের নামে,
কাটে চিমটি ছোঁড়ে কিল দক্ষিণে ও বামে,
কামের বিলাস মুখে হোটেলে যাহার—।
তার পাপ লবে তুলি বক্ষেতে তোমার,
তোমারে জানাই নমস্কার॥
অকারণ পথভ্রষ্ট জীবের ক্রন্দন
মুখরিত করে নিত্য পথ ঘাট বন;
অবলের হত্যা-অর্ঘ্যে পূজা-উপচার—
ঘুচাও কলঙ্ক সাধ্বী, কাম-দেবতার।
তোমারে জানাই নমস্কার॥

এতখানি লিখে মনোবেদনায় ক্ষান্ত দিতেন কবি,
পরদিন প্রাতে আর এক স্ট্যাঞ্জা করিতেন তাতে যোগ।

আত্মঘাতী হয় তবু বোঝে না যে নিজে,
শীত গ্রীষ্ম বরষায় মরে ভিজে ভিজে,
অযাচিত তুমি তার নিতে চাহ ভার
কৌমার্য্য-নরক হতে করিয়া উদ্ধার।
তোমারে জানাই নমস্কার ॥

কবিতা লিখিয়া, অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসে
খবর দিতেন, যে ক'রেই হোক, কুঞ্জে বাঁচাতে হবে।

মাসিক-সম্পাদক
প্রবীণ এবং পুরাতন 'প্রবাসী'র
খবর পেতেন নূতন কবিতা লিখেছেন কবিগুরু
কুঞ্জবালার নামে,
যারি নামে হোক, কবির কবিতা বটে ;
এতদ্ব্যতীত নারী-প্রগতির যুগে
নারীর পক্ষে কলম ধরাটা রীতি।
"বিবিধ-'সঙ্গে" লিখিয়া দিতেন তিনি ঃ
কাড়িয়া যদিও লইতে চাহি না ব্যক্তির স্বাধীনতা,
তথাপি কুঞ্জবালা
যে পণ করিয়া করিছেন অনশন,
সে পণ অতীব সাধু ;
বিবাহ এবং সতীধর্ম্মের মর্য্যাদা তিনি চান,
অমুক সম্পাদক
বিবাহ তাঁহারে করিলে হতেম খুশি।

মুখে মুখে আর কাগজে কাগজে রটিল বার্ত্তা ক্রমে,
অনশনে কাটে কুঞ্জবালার দিন ;

দলে দলে লোক আসে যায় অকুস্থলে,
নেতারা লিখিল বাণী ও আশীর্ব্বাদ ;
উঠিতে বসিতে কুমার সম্পাদক
এর ওর তার পাইতে লাগিল পত্র ও টেলিফোন।

মোটরে চড়িয়া বড় বড় সব লোক
ধনুর্ভঙ্গ পণ কুঞ্জের ভাঙিতে আসিল সবে।
ভলান্টিয়ার-দল
জড় হয় আর ভিড় ক'রে শেষে চলে প্রসেশন করি।
উঠিতে লাগিল চাঁদা,
লেক রোডে আরো দুই চারখানি গৃহ পত্তন হবে,
বাহির হইল দৈনিক দুইখানা—
'কৌমার্য্যের কুম্ভীপাক' ও 'বিবাহ-ধর্ম্ম' নামে।
চারিদিক হতে 'হায় হায়' করে লোক,
পার্কে পার্কে বসিতে লাগিল সভা,
কুঞ্জবালার জয় সবে গাহে উচ্চ কণ্ঠ তুলি ঃ
চিরজীবী হোক সাধ্বী কুঞ্জবালা।
সম্পাদকের নামে
'ছি ছি' করে লোক, নির্ম্মম সে যে, জোর ক'রে দাও বিয়ে ;
তথাপি অটল কুমার সম্পাদক।

নিরম্বু অনশনেতে কুঞ্জ বেহুঁশে পড়িয়া আছে ;
সম্মুখে পথ লোকে অরণ্য প্রায়।
বন্ধ হইল লরি গাড়ি আর মোটর মোটর-বাস,
রোটারির রোল ঢোকে না অফিসে, বাহির হয় না ভ্যান ;
হকারের দল কাগজ না পেয়ে ফেরে ;
কঠিন "পরিস্থিতি" !
সহসা প্রমাদ গণিলেন ম্যানেজার,

গড়গড়া আর নল হাতে তিনি উঠিলেন দোতলায়,
চক্ষু পাকলি কহেন সম্পাদকে,
তিনিও চেঁচান জোরে।—
হাতাহাতি আর মারামারি প্রায় সুরু।
বিবাহ তোমারে করিতে হইবে, কহিলেন ম্যানেজার,
নতুবা কাগজ ওঠে।
তার চেয়ে আমি হইব বিরাগী, কহিল সম্পাদক,
বেলুড়ে যাইব নন্দগোপালে লয়ে।
বিষম ক্রোধেতে অ্যাশ-ট্রে লইয়া ছুঁড়িলেন ম্যানেজার,
ছুঁড়িলেন "আপ্রাণ"!

* * *

ধড়মড় ক'রে দিবা-ঘুম থেকে জাগিনু অফিস-ঘরে,
টুলে হাত লেগে অ্যাশ-ট্রে পড়েছে নীচে।
সেদিনের ছেঁড়া "শক্তি-পূজা"টা উড়ে প'ড়ে গেছে ভূঁয়ে।
কুঞ্জের কথা স্মরি
লজ্জায় উঠি লীডার লিখিতে বসি।

ফুকা

ঝটিতি লিখহ ভাই, এক পাতা আছে ঠাঁই,
সুবল আসিয়া যবে বলে,
বুনিয়াদ পুরাতন— উদার সাবেকি মন
ফণা ধরে পাঁজরার তলে।
কলম লইয়া বসি, মসী সে নিতান্ত মসী,
নাহি হয় বাণীর বাহন।
মনে পড়ে একদিন বাজায়ে ছন্দের বীণ
লিখিয়াছি কাহন কাহন।
গেছে বিত্ত, আছে নাম, অসহায় পরিণাম—
দুই আঁখি উঠে ছলছলি ;
নাচের আসরে হায় প্যালা দিতে বাবু যায়—
ফ্যালফ্যাল চায়, শূন্য থলি।
ইতিহাস ঘেঁটে ঘেঁটে সুর সে গিয়েছে কেটে,
কায়াহীন কথা মরে কেঁদে—
আকাশে জমিছে মেঘ, নাহি পবনের বেগ,
ধরণী মরিছে সেধে সেধে।
অন্ন হ'ত খেলাচ্ছলে— ভাসি নয়নের জলে,
খেলা শেষ, না হয় জীবিকা,
বাস না উঠিতে ঘরে নিশীথে পেচক চরে,
ঘুরে ঘুরে উড়ে চামচিকা।
মৃতবৎসা জননীর চোখ ফেটে ছোটে নীর
পতিবংশ লোপ পাবে ভেবে ;
কবি হয় দার্শনিক— পংক্তি গুণে দেখি ঠিক
এক পৃষ্ঠা পুরিয়াছে এবে।

ইতিহাস

রামের ছিল আঠারো বিঘা জমিন,
ছড়িয়ে সেটা ছিল আঠারো ঠাঁই—
বিঘা আটেক বাগিয়ে নিয়ে মমিন
বসল সেজে গাঁয়ের মহা চাঁই।
শাসায় রামে রাঙিয়ে রাঙা চোখ,
ক্রমেই তাহার বেড়েই চলে রোখ—
অবাক চোখে দেখে বেবাক লোক,
চড়ছে ক্রমে মমিন মিঞার খাঁই ;
কারণ, রামের আঠারো বিঘা জমিই
ছড়িয়ে ছিল সাড়ে-আঠারো ঠাঁই।

দেখে শুনে ভড়কে গেল রাম,
এধার ওধার ছোটাছুটিই সার—
ফসল ঘরে তুলতে কালঘাম
কালো দেহে ছুটল অনিবার।
মিঞার জমি সবটা একত্তর,
ফসলে তার ভরল গোলাঘর,
ভরল উঠান কাহন কাহন খড়—
দেখে শুনে চিত্ত-চমৎকার।
আঠারো বিঘা জমির মালিক রাম—
হ'ল তাহার ছোটাছুটিই সার।

কাক-ময়ূরম্

আমি পাড়াগেঁয়ে গোবেচারী স্বামী,
তুমি মোর বধূ শহুরে,
বোঝে নাকো কাক হঠাৎ কেন বা
পেখম ধরিল ময়ূরে!
কি কথা বলিতে কি যে ব'লে ফেলি,
জ্ঞান হয় শেষে চাই ফ্যালফেলি—
ভাবি যদি হুঁশ হ'ত বেলাবেলি—
জানি তো মোল্লা দৌড় এ
শেষ হবে শেষে মসজিদে এসে—
খুঁজিতাম আটপৌরে।

হঠাৎ চমক লেগেছিল চোখে
বিচিত্র তব ঠমকে,
কে জানিত এত জ্বালা ছিল ঢাকা
সুরের গমকে গমকে!
কে জানিত তব 'কাজিন' ষোলোটি,
কেহ কড়া, কেহ খুঁজিবে জ'লো 'টী'।
ভেবে দেখিতাম উলটি পালটি,
হঠাৎ-প্রেমের ধমকে
বিয়ে না করিয়া দূরে দূরে থাকি
মজিতাম রূপ-চমকে।

রূপা কিঞ্চিৎ মজুদ করিয়া
গেছেন পূর্ব্বপুরুষে,

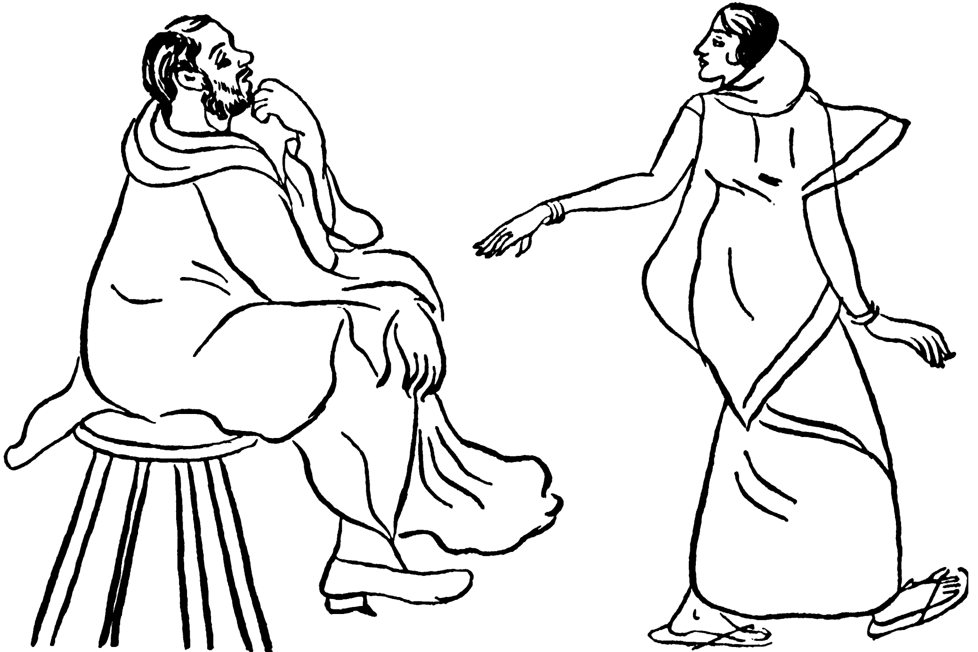
এই অপরাধে পীরিতি অপার
দেখালে তোমরা শুরুসে।
বেকুবি আমার প্রসন্ন মুখে
সুমুখে সয়েছ, পিছে মনোদুখে
ভ্যাংচাতে কত; উঠিতে যে রুখে
মার কাছে, তবু গুরু সে—
তাঁর কথা নাহি ঠেলিয়া মাথায়
ধরিলে জুতার বুরুশে।

বিয়ে হয়ে গেল, রোগী যেন নিম
খাইল নয়ন মুদিয়া,
গুড়মুড়ি-খাওয়া চাষা যেন আমি
মুঠি ভরি পেনু বুঁদিয়া।
তুমি কি হারালে, আমি কি পেলাম,
প্রতি রজনীতে শুনিয়া গেলাম,
গোড়ায় তোমারে দু বেলা সেলাম
করিয়াছি শুধু 'হুঁ' দিয়া—
আমি রহিলাম জবুথবু, তুমি
বেড়ালে নাচিয়া কুঁদিয়া।

আমি ফেলিয়াছি কতটুকু ছায়া
উজ্জ্বল তব জীবনে।
খুব বেশি সে কি? সামান্য ধূলা
লাগিল তোমার 'রিবন'-এ।
লোলুপ-লালসে চেয়েছিনু হায়
আপেল ফলাতে লাউয়ের মাচায়—

লয়েছিনু টানি রেশমী স্থতায়
ছিন্ন কন্থা সীবনে,
রাজকুমারীরে কামনা যেন রে
করিল বন্ধ গিবনে।

শহরে আসিয়া আমি ম'রে থাকি
পাষাণ-কারার কোটরে,
কম্‌রেড সাথে তুমি করিতেছ
বেকারের মত টো-টো রে।
হেথা হোথা ধাও টী-এ ও ডিনারে,
আমি প'ড়ে থাকি একটি কিনারে,
মোরে নীচে ফেলি প্রেমের মিনারে
তরতর করি ওঠ রে—



মুদিয়ালি রোডে ছোটাও কি একা
কিনেছি আমি যে মোটরে ?

বৃথা অনুযোগ। ঘটেছে তাহাই
ছিল যা আমার ললাটে,
ভিতরে কি ছিল না দেখিয়া হায়
দেখেছিনু শুধু মলাটে।
এখন দেখি যে বুঝি না এ ভাষা,
ছাড়িয়াছি পুঁথি পড়িবার আশা ;
বাসা বাঁধিবারে যেন গেঁয়ো চাষা
শহুরে ধনীর তলাটে
কলাও বেচিল, রথও দেখিল,
বিনিময়ে পেল কলাটে।

প্রগতি

গতির পরে প্রগতি, নয় সেইখানেতেই শেষ,
তার পরেতে 'ছি ছি' কিম্বা তার পরেতে 'বেশ'।
পিছনে পথ যায় যে সরি,
আমরা দেখি চলছে ঘড়ি,
কলপ সত্ত্বে ক্রমেই সাদা হচ্ছে কালো কেশ।

অথৈ পাথার জল থৈথৈ দেখছি চারিদিকে,
গাঢ় যে রঙ গাঢ় প্রণয় ক্রমেই হচ্ছে ফিকে।
নদীর বুকে চড়ার মত
হাসি আমার জাগবে কত,
বানের জলে যখন তখন যাচ্ছে ভেসে দেশ।

তত্ত্ব এবং তথ্য নিয়ে সবাই ভেবে খুন,
এক গালেতে দেখলে কালি খুঁজতে থাকি চুন।
চোখের জলে ভাসতে গিয়ে
কতই যাব বক দেখিয়ে,
লম্বা হয়ে শুতে বসব বালিশ দিয়ে ঠেস।

চাঁদা ক'রে আর কতকাল চালাব চাঁদমারি,
ঘাতক যে হায়, তারো হেথায় চোখের পাতা ভারী!
তার চাইতে উদাস মনে
বসাই ভাল ঘরের কোণে—
দেশটা এমন, সবসে সেরা হওয়াই নিরুদ্দেশ।

এলোমেলো

খোঁয়াড়ের খোঁজে গোকুল কাতর,
খোঁয়াড়ে তবুও অন্ন মেলে,—
ঘুঘু চরে নাকো, ধান আর খড়
চালান হতেছে নিলামী সেলে।
ধানের জমিতে হাড়ের পাহাড়,
ঘাস-ছাওয়া মাঠে উড়িছে ধূলা,
মানুষের কানে তুলার বাহার,
মানুষের পিঠে বাঁধা যে কুলা।
বলদেরা সব চিনির বলদ,
ফুকোয় দুগ্ধ দিতেছে গাভী,
নাই ফুলফল, মূলেই গলদ—
শূন্য ভাঁড়ারে পড়েছে চাবি।
কালো হয়ে গেছে আকাশের নীল,
হলুদ হয়েছে সবুজ পাতা,
সাগরে উথলে নয়ন-সলিল,
বুকে ঘর্ঘর ঘুরিছে জাঁতা।

*　　*　　*

রামধনুকের সাত রঙ আজ
ফ্যাকাশে দেখায় মেঘের কোলে,
ওস্তাদজীর কণ্ঠ নিভাঁজ,
কুণ্ঠা মানিছে 'বল্ হরিবোলে'।
তাই আজ তাঁর বিফল মন্ত্র,
শাপ-মোচনের বিরাট ঘটা,
বাজিছে বেসুর ও সাধা যন্ত্র—
ঝুলে ঢাকিয়াছে রবির ছটা।

আড়চোখে চেয়ে শরৎচন্দ্র
হাত পা ছাড়িয়া ভাসিছে নভে,
কাতারে কাতারে বিলায় গন্ধ
মরস্থমী ফুল মাটির টবে।
কোলের ছেলেরা দোলনায় কাঁদে,
মায়েরা হাসিছে কার্নিভালে,
উমা চাপিয়াছে মহেশের কাঁধে,
মহাকাল কর হানিছে ভালে।

* * *

কবি কালিদাস মেঘদূত ভুলি,
ফেরে টেক্সট বুক ক্যান্‌ভাসিয়া,
শ্রীবাণভট্ট অভিধান খুলি
নোট লিখে মরে রাত জাগিয়া।
আলু-ব্যবসার মতিগতি নিয়ে
কবি হরিধন কাব্য লেখে,
কেবিন-গদিতে সে রয় চিতিয়ে
শোয়া যার ছিল উচিত ডেকে।
নভেল লিখিয়া পাটের দালাল
যেথা যত ছিল করিল নাম,
নুন না খাইয়া নিমকহালাল
বড় সাহেবের ছুটিছে ঘাম।
বেগুন বেচিয়া পয়সা করিয়া
রামধন করে কাগজ বার,
তাহারই স্তম্ভে লড়িয়া লড়িয়া
লাগাইছে দেশে কি মহামার!

* * *

বরানগরের বাগান-বাড়িতে
অপরূপ কত ব্যবসা চলে।
সভা বসিয়াছে ফাঁড়িতে ফাঁড়িতে
বিচার চলিছে টাউন-হলে।
লেজার ছাড়িয়া কেরানীবাবুরা
লিখিছে গল্প ক্লাইভ স্ট্রীটে।
টাইপিস্ট যত বিরহ-বিধুরা
রচে প্রেমলিপি টাইপ-শীটে।
ব্যাঙ্কে ব্যাঙ্কে রূপকথা ছেড়ে
রাজপুত্রেরা জটলা করে।
সবই বিপরীত, শিশু হ'ল দেড়ে,
দহিল মদন মহেশ্বরে।
উর্ব্বশী আর রম্ভা মেনকা
ঘুরিয়া বেড়ায় গড়ের মাঠে।
দেখিয়া শুনিয়া বনিয়াছি বোকা,
শুধু যাওয়া বাকি নিম্ব-ঘাটে।

বিবাহের চেয়ে বড়

বাঁধের উপরে আধখানা চাঁদ
বিরহীজনের তরে পাতে ফাঁদ,
আকাশের নীলে রূপা যে ছোঁয়াল
সেজন বুঝিবে ঠিক,
একা ব'সে জলভরা নদীতীরে
কেন ভাসি আমি নয়নের নীরে,
কেন এ অভাগা সন্ধ্যা গোঙাল
চেয়ে চেয়ে অনিমিখ
আধ-পর্দ্দায় ঘেরা বাতায়নে,
যেথা ব'সে পুঁটি কড়াকিয়া গনে,
তারি অবসরে ডাঁশা পেয়ারায়
কষিয়া বসায় দাঁত।
পুঁটি কে, জান না? বোসেদের খুকী,
মাখম-কোমল, প্রস্তর-বুকী—
ভিতরে তাহার শয়তান হায়
আমারই ভেঙেছে আঁত।
বয়সেতে কচি তবুও বালিকা,
নয়নে ছড়ায় বিদ্যুৎ-শিখা,
লাল ফিতা বাঁধা বেণীতে দোদুল—
কেউটে বেঁধেছে বাসা।
আমি ব'সে থাকি তারি পথ চেয়ে—
ভাল ক'রে জানে শয়তান মেয়ে
প্রতিদিন মোর ভাঙে যত ভুল,
বাড়ে তত ভালবাসা।
আমারে দেখিলে হয়ে চঞ্চলা
পুঁটি হেঁকে পড়ে, 'প'য়েতে 'র'-ফলা,



'এ'-কার তাহাতে, পিছনে 'ম' যোগ
করিলে কি হয় কহ।
শুনিয়া যদি বা প্রেম-ইসারায়
জানাইতে তারে কিছু প্রাণ চায়,

পুঁটি না তাকায় ; হেন দূর-ভোগ
ক্রমে হয় দুঃসহ।
ভিজা বরষায় খড়খড়ি-ফাঁকে
আঙুলের ডগা দেখায় কাহাকে !
আমি ঠিক জানি কি চাহিয়া পুঁটি
ঝুঁকিয়া জানালা-পথে,
পাজ্‌া বরফ, এদিকে এস না !
মধু ঢালে তার চপল রসনা।
আমিও বরফে ভরি দুই মুঠি
লেপি হৃদয়ের ক্ষতে।
এমনি চলেছে গত ছয় মাস,
সহপাঠী সবে ক'রে গেল পাস,
আমি রহিলাম পিছনে পড়িয়া,
কবে পুঁটি বোস এসে
সঙ্গ আমার ধরিবে কেলাসে।
যত খুশি মোরে করুক হেলা সে—
সে হেলা-মাল্য গলায় পরিয়া
ধন্য মানিব শেষে।
ইত্যাদি কত চিন্তা মধুর
পুঁটি নামধেয়া আমার বধূর—
না হ'ল বিবাহ, তবু ঠিক জানি
পুঁটিই প্রেয়সী মোর—
বিবাহের চেয়ে বড় অধিকারে
বধূ বলি আমি মানিব তাহারে,
করুক গ্রহণ অন্যের পাণি,
থাক আন্‌ প্রেমে ভোর।
জনম জনম রজনী জাগিয়া
আমি ব'সে রব পুঁটির লাগিয়া,

জানি একদিন অরুণ-উদয়ে
বহু জনমের পার—
ক্লান্ত প্রেয়সী নিয়ে প্রেম-মালা
ক'বে, মোরে লহ, বিচ্ছেদ-জ্বালা
সহিতে পারি না। আমি বিস্ময়ে
মূরছিব সাত বার।



মূর্চ্ছাভঙ্গে চির-প্রেয়সীরে
বক্ষে টানিয়া নয়নের নীরে

ভাসিয়া কহিব, তব পথ চেয়ে
দশটি জনম বাহি
আসিয়াছি প্রিয়া তব পিছে পিছে
সিমলা, ইটলি, গার্ডেন রীচে,
এর ওর তার তাড়া খেয়ে খেয়ে
শেষে এনু রাজশাহী—
যেথা তুমি খর পদ্মার তীরে
লভিয়া জনম পিতার কুটীরে
আমারই লাগিয়া শশিকলা হেন
বাড়িয়াছ প্রতিদিন।
আমি তব দাস মিত্র ফটিক,
যাহার মাথায় পান খেয়ে পিক
ফেলেছিলে, আজো নাহি জানি কেন
খালি বিস্কুট-টিন
সজোরে ছুঁড়িয়া একদা তুপরে
দিয়েছিলে মোরে আধমরা ক'রে!
দশ জনমের কথা—তবু প্রিয়া,
এখনো চিহ্ন আছে।
এতেক শুনিয়া লজ্জায় পুঁটি
কবে, ছাড়, লাগে, কে দেখিবে, উঠি।
নারিবে উঠিতে, সরমে রাঙিয়া
বসিবে ঘেঁষিয়া কাছে।

উর্ব্বশীর প্রতি পুরুরবা

তোমারে বারণ করি সাধ্য তো নাই,
তুমি যাবেই যখন,
দূর বাবলাগাছের ফাঁকে বাঁকা চাঁদটাই
মিছা জাগায় স্বপন।
হোথা আকাশ ঝুলিয়া যেন পড়েছে মেঘে,
ক্ষ্যাপা আশ্বিনে ঝড় আসে ঝড়ের বেগে,
ট্রেন ছুটবে আঁধারে, আমি শুনব জেগে
খালি তারি ঝনঝন,
পোড়া চুরুট হতে জানি ঝরবেই ছাই,
ছাই উড়বে তখন।

রূপার শিকলে জানি দেহ বাঁধা যায়,
মন দেহেরই তো বশ ;
নীল আকাশের পাখী থাকে সোনার খাঁচায়,
বুলি ছাড়েও সরস।
গাঢ় অঞ্জন দিয়েছিনু তোমার চোখে—
কত জড়োয়া জরিতে, কত ফুলের বোকে,
'কার' নতুন মডেল—তুমি বলেছ 'ও. কে.' * ;
বহু রজনী দিবস
সখি, উড়েছে ছন্দে লঘু পাখীর পাখায়—
হোক দেহ মদালস।

রূপের খোলস গায়ে দিয়েছ ধরা—
আমি রূপ-বিহ্বল,
যারা রূপার লোভে হয় স্বয়ম্বরা,
সখি, তাহাদের ছল

---

* O. K.

নাই বাপের সাধ্য মম বুঝিতে পারি,
হায়, বেহিসাবী রাখি নাই নেপালী দ্বারী—
তাই আমারই নোড়ায় ছেঁচে আমারই মাড়ি
যায় আসমানী-দল ;
যাই পদ্মার মাঝখানে পড়িল চড়া
'ফেরি' জাহাজ বিকল।

ফাটকা খেলিতে গিয়ে গেলাম ফেঁসে,
পোড়া বাজারের ভাও
যত উঠতে নামতে থাকে—নিরুদ্দেশে
গাঢ় প্রেম যে উধাও।
যারা আসবার এসেছিল সুযোগ বুঝে,
তবু বুঝি নি গানের মানে—"পেয়ালা মুঝে—"
ফেরে তটিনীরা অবিরাম সাগর খুঁজে,
পাকা মাঝি খোঁজে নাও ;
সখি, বুঝেছি চরম কথা অনেক শেষে—
"চাচা, আপন বাঁচাও।"

নূতন করিয়া করি স্বপ্ন সৃজন
বসি অলস সাঁঝে,
মৃদু দখিন বাতাস গায়ে করিছে বীজন,
গাঢ় নীলের মাঝে
দেখি একটি একটি ক'রে ফুটছে তারা—
কালো মনের আকাশে মোর স্বপ্নপারা,
দূরে ছুটছে কলস্বরে জলের ধারা—
মোর মর্ম্মে বাজে ;
প্রেম থাক বা না থাক সখি, পথ যে বিজন,
যেতে হবেই কাজে।

মেস-প্রবাসের চিঠি

বহুদিন পরে পাইনু তোমার
ছোট্ট চিঠি,—
চিঠি নয়, যেন কুপিতা প্রিয়ার
কঠোর দিঠি।
এ মেস-প্রবাসে হঠাৎ জাগিলে স্মরণে মম,
বুঝিনু তুলি না জলে ডাঁটাহীন পদ্ম-সম,
ঢেকেছে শিকড় গৃহ-মৃত্তিকা, প্রেমের তম।
যে খিটিমিটি
গিয়েছিনু ভুলে, তারি স্মৃতি নিয়ে এল তোমার
লিখন মিঠি।

মিছা না কহিব, শোন শোন প্রিয়া,
গেছিনু ভুলে,
মর্ম্ম বেঁধো নি শ্রুতিপথ দিয়া
বচন-হুলে,
সে যে প্রিয়া আজ হ'ল কতদিন! এদিকে দেশে
ওলট-পালট কত ক'রে গেল বন্যা এসে,
বিবাগী দিলীপ, কাদের মুন্সী হারিয়া রেসে
আফিম গুলে
খেয়ে মারা গেল, শ্রীরাম শর্ম্মা আজো বসিয়া
দোকান খুলে।

পোস্টেজ সব দিল তুনো ক'রে,
শিক্ষা বিল

পাস হ'ল ব'লে, ভাগাড়ের 'পরে
উড়িছে চিল।
গোল্ড স্ট্যাণ্ডার্ড উঠে গিয়ে মহা বাধিল গোল,
শেয়ার-বাজারে কত ঘুঘু আজ খেতেছে ঘোল।
সুভাষচন্দ্র শ্রীবি. সি. চট্টে দিয়েছে কোল,
বিষম মিল!
নেংটি পরিয়া গান্ধী আছেন ঠাকুরঘরে
খুলিতে খিল।

থাক, দেশ থাক, দুঃখে নিজের
আছি কাতর,
এত দৈন্যেও হই নি এ ঢের
আজো পাথর।
প্রতিদিন দেখি রিট্রেন্‌চ্‌ড হয় কেহ না কেহ,
ভেবে ভেবে মোর কালি হয়ে এল গৌর দেহ,
তাই মাঝে মাঝে ভুলে যাই প্রিয়জনের স্নেহ,
পঞ্চশর
এত দুঃখেও কখনো কখনো পাই যে টের,
হানে কামড়।

আজিকে হঠাৎ পেয়ে তব লিপি
ভাবি, আ মরি!
বোতলে কাসন, খোল তার ছিপি
যতন করি,—
ছাতে লয়ে গিয়ে দেখিছ তাহাতে পড়েছে ছাতা,
'আহা অহো' কর, খানিক চিবাও ঝিয়ের মাথা,

অথবা হইয়া উবু, বাম হাতে দোক্তাপাতা,
দিতেছ বড়ি।
অথবা দেখিছ বেগুনের ক্ষেতে উইয়ের ঢিপি,
প্রাণেশ্বরী !

ছাতা পড়িয়াছে আমার পরাণে
দেখিবে কে তা,
উইঢিপি মোর মনের বাগানে
কে দেখে হেথা !
অযতনে যত বেড়েছে আগাছা দেহে ও মনে,
বিরহ-অশ্রু পলি পড়ায়েছে বুকাঙ্গনে ;
চেয়ে ফ্যালফ্যাল মেদুর আকাশে, সন্ধ্যাক্ষণে
ভাবি যে, বে-থা
না হইলে হায়, হইতাম আজ নয়া বিধানে
দেশের নেতা।

আরো কত কথা জাগিছে মরমে,
থাকুক তাহা—
সারা হয়ে গেনু ভ্যাপসা গরমে,
ভাদর মাহা।
পূজা এসে গেল, ফর্দ্দ তোমার যাব না ভুলি,
বাজার কেমন শুনিলে তো সবি—মাকড়ি-রুলি
হওয়া সুকঠিন, তল্পি-তল্পা আছি যে তুলি—
বেকার ডাহা
হতে কতখন ? করিও না রাগ লো প্রিয়তমে,
(ইতি)
গণেশ সাহা।

নীরস বিচার

বহে চৈত্রের তপ্ত বাতাস
রক্ত গরম করিয়া,
গ্রাম হতে দূরে মাঠে নির্জ্জনে
জমিদার-সুত দশ 'ইয়ার' সনে—
রসিকেরা জানে নহে অকারণে,
বেড়াতেছিলেন চরিয়া।

সে বাট সে মাঠ এ রাত-দুপুরে
জনহীন ঘুম-শাসনে,
নিকটে যে কটি আছিল কুটীর,
গৃহবাসী ঘুমে অচেতন থির,
প্যাঁচা ডাকে শুধু, নাসার গভীর
গরজন শুনি তা সনে।

নিঝুম আকাশ, নিরালা কানন,
নিথর চৈত্র রজনী,
পুরানো কলস দোলাইয়া গলে
খেজুরের গাছ নাচিছে সবলে,
কাজি নজরুলী গজলে গজলে
সজল-কণ্ঠ কজনই।

সারমেয়-স্বরে লাজ দিল আজ
নরকণ্ঠের কাকলি,
নেশা-বেসামাল বমাল-বিলাসে
মৌন কানন মাতে উল্লাসে,

কভু হাসে, কভু—কে বুঝে লীলা সে,
চ্যাঁচায় চক্ষু পাকলি।

মাঠের মাঝেতে বসে দশ ইয়ার,
শুধু শোনা যায়, 'দে দে', 'লে'—
বন্ধু হারাধন পথ ভুল করি
এসে কেসে বলে, তৃষ্ণায় মরি,
কোথা ফ্লাস্ক, খোল! মেটা ত্বরা করি
এ তৃষা হোয়াইট লেবেলে।

হাসিয়া ক্যাবলা দেখাইয়া বক
কহে, দেখ আছে তলানি।
ট'লে পড়ে শুনে বাণী নিদারুণ,
সভয়ে ন্যাপলা চ্যাঁচায়, আগুন!
কেহ কহে, দেখ, হ'ল বুঝি খুন।
কেহ কহে, ছুটে জল আনি।

ওরে তোরা আয়, নরেন চ্যাঁচায়
গাছ দেখাইয়া অদূরে,
ঐ গাছে যত ঝুলিছে কলস,
নিয়ে আয় পেড়ে, খাওয়া ওরে রস।
এত বলি যুবা আমোদে বিবশ
হাসিয়া উঠিল মধুরে।

কেঁদে কহে মতি সকরুণ অতি,
একি ইয়ার্কি বুঝি না,
কার রস আহা, মিছে দিবে নাশি,
রসের কলসী আহা কোন্ পাশী,

ছাপোষা সে কোন্ দরিদ্র চাষী
বেঁধেছে ঘুচিয়ে পুঁজি না!

জমিদার-সুত কহিল রাগিয়া,
তাড়াও এ দীন-নাথেরে।
অতি দুর্দ্দাম কৌতুকরত,
যৌবন-মদে মত্ত সে যত,
যুবকেরা মিলি পাগলের মত
ভাঁড়ে ভাঁড়াইতে মাতে রে।

কাঁটাময় গাছ বাহিয়া বাহিয়া
গুড়ি গুড়ি সবে উঠিল,
দেখিতে দেখিতে বসু হারাধনে—
এক দুই ক'রে নরেন্দ্র গনে,
ঘেরে বিশ ভাঁড়, যেন নন্দনে
নিদ্রা হারুর টুটিল।

সারা মাঠ জুড়ে পারিজাত ফোটে
সারি সারি তাড়ি-হাঁড়িতে,
গন্ধে গন্ধে মোদিত পরাণ,
যুবকেরা ছাড়ে গজলাই তান—
তাড়িবিহ্বল যুবাদের গান
শোনা গেল দূর ফাঁড়িতে।

শেয়ালগুলারও জাগিল খেয়াল
গজল-ছোঁয়াচ লাগিয়া,
দেখিতে দেখিতে হুক্কাহুয়ায়
কাঁপন ধরিল আকাশের গায়,



কাঁচা ঘুম ভাঙি গ্রাম যেন ঠায়
ধড়ফড়ি উঠে জাগিয়া।

কুড়িটা হাঁড়ির সব তাড়িটুকু
গ্রাসিল এগারো মাতালে,
কলসী যতেক ভাঙিয়া প্রভাতে
প্রমোদক্লান্ত দশ ইয়ার সাথে
ফিরিয়া নরেন সিগারেট হাতে
বসিল ঘরের চাতালে।

নায়েবের সাথে প্রাতে জমিদার
মগ্ন ছিলেন দাবাতে,
রসহারা পাশী দলে দলে আসে,

দ্বিধাকম্পিত গদগদ ভাষে
নিবেদিতে দুখ সঙ্কোচে ত্রাসে,
"কোথা গেল বেটা হাবাতে ?"

গড়গড়া ছাড়ি হাঁকে জমিদার,
রক্তিম মুখ সরমে।
নিকটে আসিলে ডাকেতে বাবার,
কহিলেন, নরু, একি ব্যবহার !
লোকসান এত অভাগা প্রজার
করিলে বল কি ধরমে ?

রুষিয়া কহিলা জমিদার-সুত,
লোকসান কহ কাহারে ?
সবে তো কুড়িটি রসের কলসী
ইয়ারের সনে খাইয়াছি বসি,
জমিদার-সুত এত কষাকষি
জানে না বিহারে আহারে।

জমিদার কহে উদ্যত রোষ,
খাঁটি আইভরি-স্টিক হাতে,
যত দিন তুমি পাবে দানাপানি,
রস মেরে দিলে পাশীর কি হানি
বুঝিতে নারিবে জানি তাহা জানি,
হইবে তোমারে শিখাতে।

প্রভুর আদেশে ভৃত্য আসিয়া
বোতাম ফেলিল খুলিয়া।

চাঁপার বরণ সিল্ক-শার্টখানি
নির্ম্মম করে খুলে দিল টানি,
ছেঁড়া খদ্দরী মেরজাই আনি
দিল কালো দেহে তুলিয়া।

পথে লয়ে তারে কহিলেন পিতা,
করগে ভলান্‌টিয়ারি—
ইয়ার লইয়া খালি উড়ি উড়ি
বাড়িয়াছে বাড়, বাড়িয়াছে ভুঁড়ি,
স্বদেশের কাজে ভাঙে জারিজুরি
শুনেছি অনেক মিয়ারই।

বৎসর কাল দিলেম সময়,
তারপর ফিরো বাড়িতে,
তামা ও তুলসী নিয়ে দুই হাতে
দিবে মোরে কথা দশের সভাতে—
কখনো নজর ইয়ারের সাথে
দেবে না রসের হাঁড়িতে।*

* এই লালিকার কাঠামোটি হাস্যরসিক ননী দাশগুপ্তের।

চেটে দিয়ে গেল আরসোলায়

দুনিয়াতে চলা এত কঠিন—
চাই স্টার্চ আর চাই প্রোটিন,
ভাইটামিনও দুশো প্রকার।
স্টোভ ধরাইতে চাই পোকার,
ছবি টাঙাইতে চাই পেরেক,
সরিষার তেল পোয়া দেড়েক,
দুধ চাই রোজ সের আড়াই ;
প্রস্থ হ'লেই চাই খাড়াই।
খাড়া করাটাই মুশকিলের—
বাড়ে যে সংখ্যা ছেলেপিলের,
উদরে তাদের বাড়বানল,
তবু তারা নাহি দেয় আমল—
বলে, জান বাবা, গর্কি কে ?
যদি তারা সাবু-হর্লিকে
না হ'ত মানুষ—করিত কি—
খাইয়ে ছাড়িত হরিতকী।
আরো কত আছে ঘোর বিপদ,
জানে মাই-খাওয়া সব দ্বিপদ।
এসব সত্ত্বে আছি বেঁচে।
কভু পাকি, কভু যাই কেঁচে,
কখনও মরমে থাকি ম'রে—
দিন যায় আর রাত ঘোরে।
অনেক কষ্টে পথ চলি—
সদর-সড়ক অলি-গলি,
কাঁটা, কাদা, কলা-আম-খোসা,
ছারপোকা মাছি আর মশা

সকলই বাঁচিয়ে চলতে হয়—
বেঁচে আছি আশ্চর্য্য, নয় ?

সমাজে রয়েছে পংক্তি-ভাগ—
কুমড়ো ইক্ষু অথবা ছাগ
বলি খুশিমত চলছে কই—
দিই গোবিন্দে ওড়ে যে খই।
বিবাহে কুলীন ভঙ্গ মেল
না মেনে চললে সমাজ-জেল।
আরো কত আছে গণ্ডগোল,
রাত বারোটায় তল্পি তোল !

রাষ্ট্রে রয়েছে অর্ডিনেন্স,
কম্যুনালিজ্‌ম যাবে না "হেন্স"।
ফেজী বাবুদের চৌদ্দ আনা,
পূরা হ'লে তবে মিলবে খানা।
হিংসাবিহীন অসহ-যোগ,
যদিও নয়কো ছোঁয়াচে রোগ,
অটো-ভ্যাক্‌সিন হতেছে তার,
ঠককে বাছতে গ্রাম উজাড় !

অধুনা বাংলা সাহিত্যে—
মিলি বায়ু কফ ও পিত্তে
বিষম কাণ্ড করিছে যে
ভাষা ও ছন্দে ভেজে ভেজে।
পংক্তির জোরে হয় কুলীন
গদ্যের এল কি শুভদিন !

কাব্য ঠেকেছে ক্যাটালগে,
কেউ "সাথে" কেউ যায় "লগে"।

নয়া বাংলার সবুজ মাঠে
ছাগল চরে যে বিলাতী ঠাটে!
বালিগঞ্জের ড্রইং-রুমে
বুড়ারা বেবাক বেহুঁশ ঘুমে,
এলিয়ট, প্রুস্ত্‌, হাক্সলিরা
দই মেখে যেন খায় চিঁড়া।
লরেন্স, শ্রীগল্‌স্‌ওয়ার্দ্দিও
বলে, দু আঁজলা মুড়ি দিও।

প্রগতির গতি বুঝবে কে?
কলেজে পড়ায় উজবেকে!
আসলে এসব কিছুই নয়—
ব্যাঙের ছাতার হতেছে জয়;
গজে মারে লাথি শ্রীকোলা-ব্যাঙ,
মাথা ভুঁয়ে থোয়, উপরে ঠ্যাঙ।
ঠাকুর-পূজার প্রসাদ হায়,
চেটে দিয়ে গেল আরসোলায়।

পাঁশনে

ইদো ইদো আয় সহি, ওদিকেতে যাস নে,
কালো 'কার' ঝোলে নাকে, চোখে তবে পাঁশনে ;
ফুঁড়ে যেন বুকবেদী চাউনি মরমভেদী
মিটিমিটি কথা কয়, নে সখি, যা চাস নে।
ভয় করে পাঁশনেকে, ওদিকেতে যাস নে।

পেটেন্ট লেদার সই, হয় নাকো টেকসই,
পাঁশনের ফুটো দিয়ে মাঠ হয় ট্যাক, সই।
ভাঙা ও পলকা বুকে ভর করি কোন্ সুখে—
শেষাশেষি দেখে নিস হতে হবে লেক-সই।
পেটেন্ট লেদার সই, হয় নাকো টেকসই।

যে গাছ লতায়, লতা নয় তার বন্ধন,
ভাল সই চোখোচোখি, দূর ফুল-চন্দন।
যদি দিয়ে ফুলবড়ি সুক্ত ও চচ্চড়ি
রাঁধে কেউ, বলব যে, জানে না সে রন্ধন।
যে গাছ লতায়, লতা নহে তার বন্ধন।

পেরেক ঠুকিতে সখি, প্রয়োজন হাতুড়ির,
উড়ু উড়ু মন নিয়ে ছলনা ও চাতুরির
খেলা চলে দশ দিন—শেষটায় 'ম্যাড সিন'—
শ্বশুরের ঘর নয়—ঘর হয় শা-শুঁড়ীর।
পেরেক ঠুকিতে সখি, প্রয়োজন হাতুড়ির।

তার চেয়ে আয় ভাই, বসি এই বেঞ্চে,
পাঁশনেরা যাবে যাক, যাক মুখ ভেংচে।
দুদিন খুঁড়িয়ে চলা ভাল, তবু ছলা-কলা
ছেড়ে চলা ভাল নয় চিরকাল নেংচে।
তার চেয়ে আয় ভাই, বসি এই বেঞ্চে।

কেড্‌স ও স্যাণ্ডাল

কেড্‌স এক জোড়া, এক জোড়া স্যাণ্ডাল—
কেড্‌স সে 'বাটা'র, স্যাণ্ডাল-জোড়া 'ডেস্কো' হইতে কেনা,
সাদা চামড়ার উপরে সাঁচ্চা জরি।

বালিগঞ্জের পার্কের ধারে নূতন দোতলা বাড়ি ;
লাল এক জোড়া ঠনঠনিয়ার শুঁড়তোলা চটিজুতা
রাত দিন সেথা থাকে।
লাল পাড় ঢাকা খালি-পা আরেক জোড়া।

সাড়ে আটটায় আসে কলেজের বাস,
ফিটফাট সেই স্যাণ্ডাল-জোড়া পথের বারান্দায়
পায়চারি করে, অধীর তাহার ভাব।
বাস আসে আর স্যাণ্ডাল ওঠে বাসের পা-দানি দিয়ে।
কলেজ পৌঁছে নেমে যায়—নেমে ঢোকে বটানির ক্লাসে,
রবিবার শুধু বাদ।



কেড্‌স-জোড়া আসে এল্‌গিন রোড হতে।
কভু ঠিক সন্ধ্যায়,
ঝড়-জলে আসে, কখনও দুপুর রোদে ;
ভিজে কালো কভু, কখনো ব্রক্ষো মেখে
খটখটে যেন শরতের রোদ সাদা ধবধব ক'রে।

প্রথম যখন এল এই কেড্‌স-জোড়া—
সিঁড়ি দিয়ে সোজা উঠিত বারান্দায়,
চুপ ক'রে সেথা খানিক দাঁড়াত সঙ্কোচে ভয়ে যেন,
শোনা যেত কাঠে শিকলের ঝনঝন।
খুলিত দরজা স্যাণ্ডাল-জোড়া নয়—
হেজে যাওয়া ফাটা খালি-পা আরেক জোড়া।
খালি-পা চলিয়া যেত।

বাহিরের ঘরে চেয়ারের তলে কেড্‌স আড়াআড়ি থেকে—
স্যাণ্ডাল এসে নিয়ে যেত তারে ভিতরে পড়ার ঘরে।
এক টেবিলের নীচে
পরিচয়হীন কেড্‌স-স্যাণ্ডাল থাকিত যে চুপচাপ,
নড়িত চড়িত কভু ;
সে নড়াচড়ায় ছোঁয়াছুঁয়ি তবু হ'ত না একটি দিনও।
মাঝে মাঝে সেথা ঠনঠনিয়ার শুঁড়তোলা চটি-জোড়া
দাঁড়াত ক্ষণেক, লাল পাড় ঢাকা পা-জোড়া আসিত কভু।

গোড়ায় গোড়ায় হপ্তায় তিন দিন—
তার পরে যত দিন যায় কেড্‌স আসে আরো ঘন ঘন,

আজকাল আসে রোজই ;
বারান্দা দিয়ে দরজার মুখে দাঁড়াতে হয় না তারে।
স্যাণ্ডাল এসে খোলা দরজার পথে
বহু সমাদরে কেড্‌সে লইয়া যায়।
দেরি হ'লে তার ছটফট করে দোতলা বারান্দাতে—
এলোমেলো ভাবে সিমেণ্ট ছুঁইয়া চলে।

সটান পড়ার ঘরে।
সেথা টেবিলের নীচে
স্যাণ্ডাল আর কেড্‌সে যেন সে চলে চুমা খাওয়া-খাওয়ি।
কেড্‌স এক পাটি, স্যাণ্ডাল এক পাটি—
সে যেন বিষম লণ্ডভণ্ড ভাব।



টেবিলের তলা ছেড়ে মাঝে মাঝে স্যাণ্ডাল উঠে যায়।
মাঝের দরজাতক—
চুপি চুপি গিয়ে ফিরে আসে চুপি চুপি,
দেখে আসে কোথা শুঁড়-তোলা সেই ঠনঠনিয়ার চটি,
—ঈজি-চেয়ারের তলে।

আরো যায় কিছুদিন,
স্যাণ্ডাল আর কেড্‌স জোড়া যায় প্রায় সন্ধ্যার মুখে
কখনো পার্কে, কখনো ঢাকুরে লেকে,
কখনো বায়োস্কোপে।
লাল পাড় ঢাকা খালি-পার সাথে মার্কেটে কভু যায়,
শুঁড়-তোলা চটিজুতা—
ঈজি-চেয়ারের তলায় অতীব আরামে পড়িয়া থাকে।

বলিব গ্রহের ফের—
একদা দুপুরে দেখা গেল সেই পুরানো পড়ার ঘরে
কেড্‌স-স্যাণ্ডাল টেবিলের তলে নাই—
উপরে শোবার ঘরে
খাটের নীচেতে জুতা দুই জোড়া প'ড়ে আছে চুপচাপ,
ভয়ে যেন উস্‌খুস্‌।
এমন সময়ে হঠাৎ কি জানি কেন—
দেখা গেল আসে শুঁড়-তোলা চটি চৌকাঠ পার হয়ে।
কি যে ঘ'টে গেল এক নিমিষের মাঝে,
হেজে যাওয়া ফাটা পা-জোড়া ছুটিয়া এল,
ছুটে এল লাল পাড়—
কেড্‌স দ্রুতগতি বাহিরে যাইতে চায়—
শুঁড়-তোলা চটি কেড্‌সের 'পরে পড়ে এক পাটি এসে,
সিঁড়ি দিয়ে কেড্‌স নামে তরতর করি,
খিড়কি-দুয়ার খুলে
বাহির হতেই সোজা অ্যাভিনিউ রোড।
উপরে শোবার ঘরে
নড়ে না চড়ে না স্যাণ্ডাল বহুক্ষণ।

দিন—দিন—মাস যায় ;
কেড্‌স সে আসে না এই পথ দিয়ে আর ;
কলেজের বাস আসে আর ফিরে যায়,
স্যাণ্ডাল ঘরে থাকে।

তারো পরে একদিন,
শোবার ঘরেই স্যাণ্ডাল আছে, পাড় ঢাকা পা দুখানি
ধীরে ধীরে ধীরে আসিল তাহার কাছে ;
মিনিট বিশেক পরে
স্যাণ্ডাল যেন পড়িতে পড়িতে ছুটিয়া বাহিরে চলে।

তিন চার দিন যায়।
বিকাল পাঁচটা অথবা ছয়টা হবে,
মোটর একটা হর্ন দিয়ে দিয়ে থামে দরজার পাশে—
বাহিরে আসিল শাড়ি-ঢাকা পদযুগ—
মোটর হইতে নামে একে একে স্যাণ্ডাল পাঁচ জোড়া,
কমল ব্রাদার্স, বেঙ্গল স্টোর্স, কোনটা মন্নু ব্রস—
লীলায় চপল নহে,
ভারী ভারী যেন বয়সে এবং জ্ঞানে।
পাঁচ জোড়াকেই লাল পাড় শাড়ি দোতলায় নিয়ে যায়,
কার্পেট পাতা সেখানে বারান্দায়—
আড়ালে কোণের দিকে,
জটল্লা করে স্যাণ্ডাল পাঁচ জোড়া—
এ উহার ঘাড়ে—সাড়ে বত্রিশ ভাজা।

অর্দ্ধঘণ্টা পরে—
ডেস্কোর সেই স্যাণ্ডাল-জোড়া নয়,
আলতা-রঙিন অপরূপ পদযুগ
মৃদু মৃদু এসে দাঁড়াল, কাঁপিল ভয়ে,
গেল যে সুমুখ দিয়ে—
কাঁদিয়া কাঁদিয়া গেল যেন অভিমানে।
মোটরে চড়িয়া ফিরে চ'লে গেল পাঁচ জোড়া স্যাণ্ডাল।

আরও গেল দশ দিন।
পড়ার ঘরেতে স্যাণ্ডাল-জোড়া, মলিন হয়েছে জরি।
এল সম্মুখে ফাটা হাজা পা-যুগল,
দাঁড়ায়ে খানিক চ'লে যায় যেন চুরি করি ভয়ে ভয়ে—
খিড়কির চৌকাঠ
পার হয়ে গেল যেথা রাস্তায় দাঁড়ায়ে লেটার-বক্স।

সেদিন দুপুরবেলা—
হ'ল উৎসব-চঞ্চল যেন শান্ত সে বাড়িখানা—
বাহিরে সানাই বাজে।

ভোর হতে সেথা কত জুতা আসে যায়—
চটি ও স্লিপার, অ্যাল্‌বার্ট, নিউকাট,
সেলিম অথবা অক্সফোর্ড জোড়া জোড়া ;
ঠিকানা ভুলিয়া এদিক ওদিক সরে।
হোগলার চাল ছাতেতে হয়েছে বাঁধা।
ছাতের সিঁড়ির উপরের ধাপটায়
জুতায় জুতায় চাপাচাপি হয়ে জড়াজড়ি করে, যেন
ওয়েলিংটন স্কোয়ারের কোন পাদুকা-প্রদর্শনী।

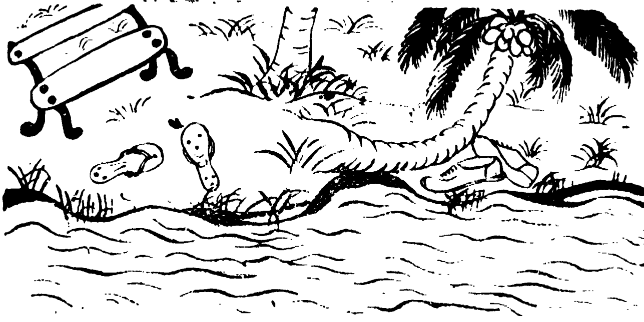
দোতলার ঘরে সিঁড়ির সমুখে ঠিক,
স্যাণ্ডাল আর স্যাণ্ডাল আর স্যাণ্ডাল কত জোড়া !
এখানে সেখানে হলুদের ছড়াছড়ি—
রঙ ছড়াছড়ি দেয়ালে মেঝেতে শাড়িতে জুতাতে আর।
শুঁড়-তোলা সেই ঠনঠনিয়ার চটি
এতদিন পরে নাচিয়া কুঁদিয়া ফেরে।

সন্ধ্যার কাছাকাছি,
কেড্‌স-জোড়া এসে দাঁড়াইল ঠিক খিড়কি-দুয়ার-মুখে।
হাজা পা খবর দিতে



স্যাণ্ডাল-জোড়া অতি সন্তর্পণে
আসিল বাহিরে, নাই সেই লঘু গতি,
কত ভারে যেন ভারী হয়ে গেছে ডেস্কোর স্যাণ্ডাল !

আবছা আঁধার গলি,
দাঁড়াইয়া ছিল ট্যাক্সি সিডান-বডি—
কেড্‌স-স্যাণ্ডাল তাহাতে চড়িয়া বসে।
রাত্রি দশটা হবে,
দুই জোড়া জুতা নামিল আসিয়া ঢাকুরে লেকের ধারে,
দক্ষিণে যেথা দুখানি গাছের ফাঁকে
একখানি বেঞ্চ, তাহারই তলায় জোড়া স্যাণ্ডাল-কেড্‌স—
সুবিধা থাকিলে ফেটে যেত বেদনায়।



পাশ দিয়ে কত জোড়া জোড়া জুতা এল আর গেল চ'লে—
লোভে লোভে গেল, হেসে হেসে গেল চ'লে।
রাত যত বাড়ে জুতার শব্দ ক্রমে ক্ষীণ হয়ে আসে,
একেবারে চুপচাপ।
কেড্‌স-স্যাণ্ডাল ভিজা ঘাসে ঘাসে পাশে পাশে হেঁটে চলে,
ভিজে ভিজে ভারী হয়।

ঠনঠনিয়ার শুঁড়-তোলা চটিজোড়া
ফটফট করে—থানা ও হাসপাতাল,
হাওড়া—শিয়ালদায়
পাড় ঢাকা সেই পা-দুখানি মরে কেঁদে।

পরদিন খুব ভোরে
পেটেণ্ট-লেদার অতি শৌখিন অ্যাল্‌বার্ট এক জোড়া
অবাক হইয়া দেখিলেন, ঠিক লেকের জলের ধারে
কাদা-মাখামাখি পড়িয়া রয়েছে খালি জুতা দুই জোড়া,
বাটা হতে কেড্‌স, ডেস্কোর স্যাণ্ডাল।
এদিক ওদিক দেখিলেন ভয়ে ভয়ে,
দুই জোড়া জুতা কাঁদিছে কাদায়, আর কোথা কেহ নাই।

ঠনঠনিয়ার শুঁড়-তোলা জুতা, শুঁড় আরো গেছে বেঁকে,
লেকের ধারেতে কাঁদে ঠনঠনে চটি।

১৯৯৯

